AL-BALAGH 1441 ⁞ 2019 ⁞ ISSUE 7

পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব

আল বালাগ

আমাদের পরিচয়

আমাদের আকিদাহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকিদাহই আমাদের আকিদাহ

আমাদের মানহাজ

কুরআন ও সুন্নাহর শর্তহীন আনুগত্যই আমাদের মানহাজ

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য

আমাদের কর্মপন্থা

দাওয়াত, ইদাদ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

আমাদের আহ্বান

ইসলাম ও মুসলমানদের হারানো সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করুন

সূচিপত্র

১৪
মুভ ফাউন্ডেশন:
কওমি অঙ্গনে ক্রুসেডারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন
হাম্মাদ আব্দুল্লাহ

গণতন্ত্রের
কুফরি ফাঁদে মুসলিম উম্মাহ
মাওলানা আসেম উমর ﵀
১০

ধেয়ে আসছে রক্তলাল ভবিষ্যৎ

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের মাঝে কান পাতলেই শোনা যায় এক রক্তলাল ভবিষ্যতের হিংস্র পদধ্বনি। উম্মাহর ভাগ্যাকাশে আজ ভয়াল দুর্যোগের ঘনঘটা। শাসকদের গাদ্দারি, ইসকনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য আর মালাউন মুশরিক গোষ্ঠীর রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের গোড়ায় আঘাত করে চলছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আফসোস! মুসলমানরা আজও গাফলতের মরণ ঘুমে অচেতন। যে বিপজ্জনক অপরাধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙ্গালি মুসলমান, এর পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে বুকটা শিউরে উঠছে বারবার।

ক্ষমতায় টিকে থাকার উদগ্র লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের সাথে এদেশের নিরীহ মুসলমানদের ভবিষ্যৎও পানির দরে বেচে দিয়েছে আগ্রাসী ভারতের কাছে। দেশের সরকার, প্রশাসন, বিচারবিভাগ, শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা সবকিছু আজ ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির হাতে জিম্মি। দ্রুত তারা এদেশের মুসলমানদের ওপর আগ্রাসন চালানোর ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এই লক্ষ্যে সরকার ও প্রশাসনে চলছে ব্যাপক হিন্দুয়ানিকরণ। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তারা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিল। এবার শক্তির কেন্দ্রগুলোতে ভারতের বেতনভুক্ত মীরজাফর দালালদের বসিয়ে নিষ্কণ্টক করা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের পথ।

এদিকে আন্তর্জাতিক কুফ্ফার গোষ্ঠীর সরাসরি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকনের উগ্র আধিপত্য কালো থাবা বিস্তার করে চলছে দেশের সর্বত্র। মুসলমানদের মসজিদ-মাদরাসা পর্যন্ত এদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় চলে যাচ্ছে ক্রমশ। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল ছড়িয়ে দিয়েছে মুশরিকদের গোয়েন্দাসংস্থা 'র'। সম্ভাবনাময় মুসলিম ব্যক্তিত্বগুলোকে নির্বিচারে গুম ও খুন করে নিঃশেষ করে দিচ্ছে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি। জাতির রাহবার উলামায়ে কেরামের কাউকে জেল-জুলুমের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছে, আবার কাউকে স্বীকৃতি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লোভ কিংবা নগদ অর্থের টোপ দিয়ে তারা নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, অনেক আলেম মুসলমানদের এই দুঃসময়ে দ্বীন, ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা না করে স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে তাগুতের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করছে!

আজ পুরো দেশে মুসলমানদের এতটুকু নিরাপত্তা নেই। কখন কে কোথায় গুম কি খুন হয়ে যায়, তার কোনো পাত্তা নেই। মসজিদগুলোতে আগুন দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ময়লা-আবর্জনা ফেলে অবমাননা করা হচ্ছে। পদদলিত হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ছিন্ন পাতা। প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে কটূক্তি করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। রাজপথে তড়পাচ্ছে নবিপ্রেমিক জনতার গুলিবিদ্ধ শরীর। মসজিদ-মাদরাসাগুলোর কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। দ্বীনদার মুসলমানদের জঙ্গী ট্যাগ লাগিয়ে জেলে চালান দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় গরম হয়ে উঠেছে ব্যভিচার ও বেহায়াপনার বাজার। নৈতিকতার বন্ধনগুলো ছিঁড়ে দেওয়া হচ্ছে একে একে।

প্রিয় মুসলিম উম্মাহ!

এই চরম ক্রান্তিলগ্নে আমাদের এই আশ্চর্য নীরবতা ঘোর আঁধারে ঢেকে দেবে জাতির ভবিষ্যতের প্রতিটি মঞ্জিল। শুধু আমাদেরকেই যদি এর খেসারত দিতে হতো, তবে এত পেরেশান হওয়ার কারণ ছিল না; কিন্তু এই অপরাধ কেবল আমাদের নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরও সব শান্তি-সুখের প্রদীপ নিভিয়ে দেবে। এদেশের কর্তৃত্ব আগ্রাসী মুশরিকদের হাতে চলে গেলে জাতির ওপর নেমে আসবে অন্তহীন মুসিবত। সে ভয়াবহ অন্ধকারের কথা কল্পনা করলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আরকান, কাশ্মীর ও বুখারা-সমরকন্দের ইতিহাস থেকে

যদি কিছু শিক্ষাও পেয়ে থাকি, তবে বারবার বলব, তাগুত শাসকের কাছে বিচার ও নিরাপত্তা প্রার্থনার কুফুরি সংস্কৃতি চালু করে জাতিকে আমরা গোমরাহ করেছি, যুগ যুগ ধরে ধরনা দিয়েছি জাহান্নামের দুয়ারে। বর্তমান প্রজন্মই শুধু এই ভ্রষ্টতার আগুনে পুড়বে আমাদের ভয় শুধু এজন্যই নয়; বরং বছরের পর বছর ধরে এই আগুনে পুড়বে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা।

সম্ভাবনাময় মুসলিম তারুণ্য!

যে বিপজ্জনক অপরাধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঙ্গালি মুসলমান, তাদেরকে ফেরানোর দায়িত্ব আপনাদের। তাদেরকে সতর্ক করার এবং ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব আপনাদের। এরপর অনুগ্রহ ও সম্ভাবনার সব দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। আরাকানের পাশবিক নির্যাতন আর অমানবিক ধ্বংসলীলা আপনারা দেখেছেন, দেখেছেন কাশ্মীরের ভাইদের রক্তাক্ত মুখ; শুনেছেন সম্ভ্রমহারা বোনদের করুণ আহাজারি। সেই দিনের অপেক্ষায় কি আপনারা বসে থাকবেন? মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়া-বিধ্বংসী আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে ইদাদ ও জিহাদ থেকে বিরত থাকা ভয়াবহ অপরাধ। তিক্ত হলেও সত্য, যুগ যুগ ধরে আমরা এবং আমাদের রাহবাররা মিলে এই অপরাধ করে আসছি। আমরাই আল্লাহর রহমতের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছি ভবিষ্যতের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার। মনে রাখবেন, আরাকানেও ছিল শত শত মাদরাসা, উঁচু মিনারওয়ালা মসজিদ, তাবলিগ জামাতের অবাধ পদচারণা আর বিশাল বিশাল দ্বীনি গ্রন্থাগার। কিন্তু কোথায় আজ সেই দ্বীনি দরসগাহ, যেখানে বসে ওয়াহান-আক্রান্ত মৌলবিরা জিহাদ হারাম হওয়ার ফতোয়া দিত! কোথায় সেই মাওলানারা, যারা ইদাদ করতে চাওয়া মুজাহিদদের তাগুতের হাতে তুলে দিত! হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রথম শিকার হবে এই দ্বীনি মারকাযগুলোই। গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগে মুশরিকরা জানতে চাইবে না, এরা জিহাদ-বিরোধী ফতোয়া দিয়েছিল কি না।

প্রিয় ভাই, সচেতন হতে হবে আমাদের। নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে বিভীষিকাময় দিনগুলোর জন্য। শরিয়াহ আমাদের ওপর যে জিম্মাদারি অর্পণ করেছে, তা যেন আমরা যথাযথভাবে আদায় করতে পারি, সব সময় এই চেষ্টা ও দোয়াই হোক আমাদের নিত্য সহচর।

তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর আযাবের

মুফতি হাসান আব্দুল বারী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

'(হে রাসুল, আপনি) বলে দিন, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে এবং জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধনসম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের ঘর-বাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো যতক্ষণ না আল্লাহ তার আযাব নিয়ে আসেন। আল্লাহ ফাসেকদের সঠিক পথ দেখান না।' (সুরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত : ২৪)

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ না মানার এবং হিজরত ও জিহাদ না করার কারণ যদি এটি হয় যে, এতে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে যেতে হবে, তোমাদের সম্পদ বিনষ্ট হবে, তোমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদের আরামের বাসস্থান ছেড়ে কষ্টের জীবন বেছে নিতে হবে, তবে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার অপেক্ষা করো। তোমাদের এই প্রবৃত্তিপূজা ও দুনিয়াপ্রেম আল্লাহর আযাবকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যারা বাতিলের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে কিংবা দুনিয়ার বিলাসী আয়োজনে মত্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, তারা কখনো সঠিক পথ পাবে না। সুনানে আবু দাউদে (হাদিস নং ৩৪৬২) সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

'তোমরা যখন ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, ক্ষেত-খামার নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন, যা থেকে তোমারা কখনো মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীনের দিকে (তথা জিহাদের পথে) ফিরে আসো।' (তাফসিরে উসমানি থেকে সংক্ষেপিত ও ঈষৎ পরিমার্জিত)

কত আশ্চর্য কথা! কোনো মুসলমান আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনার দাবি করার পর দুনিয়ার লোভে পড়ে জিহাদ ছেড়ে দেবে! কোনো জাতি যদি এরূপ করে তবে এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহর আযাব ডেকে আনছে। জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার ফলে তাদের ঘাড়ে তাগুতি শাসন চেপে বসবে এবং তারা তাগুতের গোলামি করতে বাধ্য হবে। এভাবেই তারা আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে। (তাফসিরুল ফুরকান থেকে চয়িত ও পরিমার্জিত)

এই আয়াতটি বারবার পড়ুন। আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। আর নিজেদের অবস্থার ওপর একটু দৃষ্টি দিন—আমাদের এই লাঞ্ছনাকর জিন্দেগির নেপথ্য কারণ আপনার সামনে দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠবে।

লড়াই চলবে যতক্ষণ না দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়

আব্দুল্লাহ তাশফীন

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

হযরত ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি লোকদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। এগুলো সম্পাদন করার মাধ্যমে তারা আমার হাত থেকে নিজেদের জান ও মাল নিরাপদ করে নেবে; অবশ্য ইসলামের বিধানের (হদ/কিসাস) কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর হাতে।' (সহিহ আল-বুখারি, হাদিস : ২৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২১)

সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ
عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

'এই দ্বীন সর্বদা কায়েম থাকবে। মুসলমানদের একটি দল দ্বীনের জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।' (হাদিস নং ১৯২২)

মোল্লা আলি কারি হানাফি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

لَا يَخْلُو وَجْهُ الْأَرْضِ مِنَ الْجِهَادِ إِنْ لَمْ
يَكُنْ فِي نَاحِيَةٍ يَكُونُ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى

'পৃথিবীর জমিন কখনো জিহাদবিহীন থাকবে না। যদি কোনো প্রান্তে জিহাদ না হয়, তো অপর কোনো প্রান্তে হবে।' ইমাম তিবি রহ. বলেন,

إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَمْ يَزَلْ قَائِمًا بِسَبَبِ مُقَاتَلَةِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ

'নিশ্চয় এই দ্বীন সর্বদা কায়েম থাকবে জিহাদকারী দলটির লড়াইয়ের কারণে।' (মিরকাতুল মাফাতিহ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪৬২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (কুফর ও শিরক) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' (সুরাহ আল-আনফাল, আয়াত : ৩৯)

মুফতি শফি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'মুসলমানদের ওপর দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ অতক্ষণ পর্যন্ত ফরয, যতক্ষণ না মুসলমানদের ওপর তাদের জুলুম ও বর্বরতার অবসান হয় এবং সকল ধর্মের ওপর ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; আর এটি হবে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে। তাই জিহাদের হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে।' (তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন : ৪র্থ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ভাই, কুফফার নিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীতে মুসলমানদের দ্বীন, জান, মাল ও ইযযত বিপর্যয়ের এই যুগে যারা আপনাকে ইদাদ ও জিহাদ পরিত্যাগের পরামর্শ দেয়, তারা নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও গোমরাহির দিকে আহ্বানকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল রাখুন।

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاه

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আমার মুসলিম ভাইগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ!

আজ আমি আপনাদের সামনে ৭০ বছরেরও অধিক সময় ধরে চলে আসা একটি ট্র্যাজেডি নিয়ে কথা বলব। এ কথা কাশ্মীরের মুসলমানদের দুঃখ ও কষ্ট নিয়ে। তারা বহুকাল ধরে হিন্দুদের বর্বর নির্যাতনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে! তাদের এ দুঃখ-কষ্টের কারণ কেবল মুশরিক হিন্দুরা নয়; বরং কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক সেক্যুলার পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাও এখানে মৌলিক ভূমিকা পালন করছে। দুদিক থেকেই তারা নিষ্পেষিত হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে।

জুলুম নিপীড়নের এ এক নৃশংস ধারাবাহিকতা! আমাদের কর্তব্য, তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, তাদের কষ্টে ব্যথিত হওয়া। আমাদের দায়িত্ব, আমাদের যা আছে সবকিছু দিয়ে কাশ্মীরের মুসলিমদের সাহায্য করা, তাদের শক্তিশালী করা। নিশ্চয়ই তাদের ব্যথা আমাদেরই ব্যথা। তাদের লাঞ্ছনা আমাদেরই লাঞ্ছনা। তাদের ওপর চলা এ জুলুম-নির্যাতন আমাদেরই ওপর চলা জুলুম-নির্যাতন। কাশ্মীর আমাদের হৃদয়ের এক দগদগে ক্ষতের নাম!

আমরা এক উম্মাহ। এসব ঠুনকো ভৌগোলিক সীমানা আমাদের আলাদা করতে সক্ষম নয়। জাতীয়তাবাদ আমাদের মাঝে বিবাদ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

'এই যে তোমাদের জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমার ইবাদত করো।' (সুরাহ আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৯২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ،
يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ

'সকল মুসলমানের রক্তের পবিত্রতা সমান। দুশমনদের মোকাবেলায় তারা একটি বাহুর ন্যায় (একতাবদ্ধ)। একজন সাধারণ মুসলিমও যদি কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তা পূরণ করা সকলের কর্তব্য হয়ে যায়। তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিরাও গনিমতে অংশীদার হয়।' (সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস : ২৬৮৩; হাদিস সহিহ)

শরিয়াহর এই দাবির কারণেই আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ানদের বিতাড়িত করার পর আরব মুজাহিদরা কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমেরিকার পা-চাটা পাক সেনাবাহিনী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ওত পেতে ছিল। রুশ ভল্লুকদের চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী আরব মুজাহিদদের সাথে খুবই অমর্যাদাকর ও কলঙ্কজনক আচরণ করেছে। একই আচরণ তারা করে যাচ্ছে কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে।

পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইমারাতে ইসলামিয়ার বিভিন্ন তথ্য ক্রুসেডারদের সরবরাহ করেছে, তাদেরকে সেইফ হাউজ থেকে শুরু করে গোপন কারাগারে প্রবেশাধিকার, লজিস্টিক রুট ও সরঞ্জামসহ নানান সহায়তা প্রদান করেছে। তাদেরকে নিরাপদ রাস্তা দিয়ে আফগানিস্তান পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অসংখ্য মুজাহিদকে তারা কারাগারে নির্যাতন করে শহীদ করেছে, অনেক মুজাহিদকে কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছে। আজও পাকিস্তানের ভূখণ্ড দিয়ে আফগানিস্তানে অবস্থানরত মার্কিন সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন রসদ সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। এ তাগুত পাকিস্তান মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করবে কিংবা এক বিঘত মুসলিম ভূমিও মুক্ত করবে, এটি আকাশ-কুসুম কল্পনা। ভারতের সাথে তাদের দ্বন্দ্বটি মূলত সীমান্তের
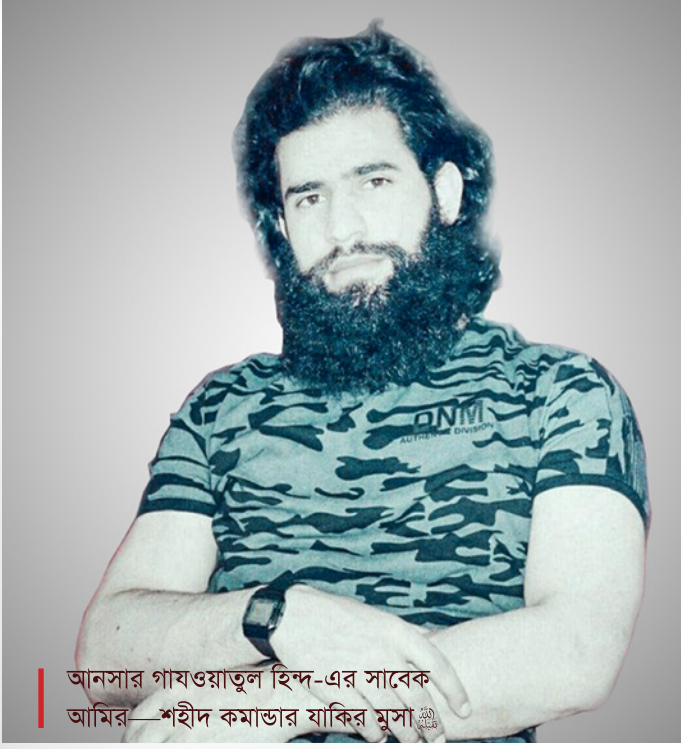
আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ-এর সাবেক আমির—শহীদ কমান্ডার যাকির মুসা ﷺ

বাটোয়ারা নিয়ে। এই দ্বন্দ্বের নিয়ন্ত্রণও আমেরিকার হাতে। পাকিস্তান ও আমেরিকার এই কুফুরি জোটের মূল কাজ হলো ইসলামি শরিয়াহ, মুসলিমদের রক্ত ও ইযযত নিয়ে ব্যবসা করা।

যারা আমেরিকাকে আফগান ধ্বংসে সহায়তা করেছে, যারা বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে, যারা বেলুচিস্তানে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে, যারা ওয়াজিরিস্তান ও সোয়াতে মুসলমানদের ঘরছাড়া করেছে, কাশ্মীরের ব্যাপারে এই তাগুত বাহিনীর ওপর ভরসা করা বোকামি বৈ কিছু নয়। তাই কাশ্মীরের মুজাহিদদের সর্বপ্রথম কাজ হবে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে শরিয়াহ মোতাবেক জিহাদ চালিয়ে যাওয়া। আমি মনে করি, এখন থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সরকার কাঠামোর ওপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করে যাওয়া উচিত। সব ধরনের সীমাবদ্ধতা ও দুঃখ-কষ্টের ওপর মুজাহিদ ভাইদের সবর করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভূমিতে মুজাহিদদের সাফল্য থেকে তাদের শিখতে হবে।

সম্মানিত উলামায়ে কেরামের প্রতি আমি আহ্বান করব, আপনারা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে দিন, তিন দশক আগে যেভাবে বলেছিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হওয়ার কথা। জিহাদ ও দাওয়াহ ব্যতীত মিথ্যা গণতান্ত্রিক খেল-তামাশার মাধ্যমে কখনো ইসলাম বিজয়ী হয়নি—হবেও না। এ কুফুরি গণতন্ত্রই উম্মাহকে শরিয়াহ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কাফেরদের সাহায্য করবে, সে তাদের মতোই কাফের। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾

'তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' (সুরাহ আল-মায়িদাহ, আয়াত : ৫১)

কাশ্মীরি ভাইদের বলব, আল্লাহ এই সত্যের সাক্ষী যে, আমরা আপনাদের ভুলে যাইনি এবং আমাদের সর্বোচ্চ সাধ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছি। এমনকি যদি দোয়াই হয় আমাদের একমাত্র সাধ্য, তবে তা-ই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদে আনন্দিত হোন :

عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

'আল্লাহ আমার উম্মতের দুটি দলকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন : একটি দল হলো যারা গাযওয়াতুল হিন্দে অংশ নেবে আর অপর দল হলো যারা ইসা ইবনু মারইয়ামের সাথি হবে।' (মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ২২৩৯৬; হাদিস হাসান)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

[সূত্র : যিলকদ ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক জুলাই ২০১৯ ঈসায়ি, আস-সাহাব মিডিয়া উপমহাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিও বার্তার অনুবাদ ও সারাংশ]

সম্মানিত উলামায়ে কেরামের প্রতি আমি আহ্বান করব, আপনারা আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে দিন, তিন দশক আগে যেভাবে বলেছিলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হওয়ার কথা। জিহাদ ও দাওয়াহ ব্যতীত মিথ্যা গণতান্ত্রিক খেল-তামাশার মাধ্যমে কখনো ইসলাম বিজয়ী হয়নি—হবেও না। এ কুফুরি গণতন্ত্রই উম্মাহকে শরিয়াহ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

আনসার গাযওয়াতুল হিন্দ-এর সাবেক মুখপাত্র—শহীদ আবু উবাইদাহ ﷺ

“

‘মুজাহিদরা তাদের ঘরবাড়ি ছেড়েছেন, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন কেবল দ্বীনের নুসরত ও উম্মাহর নাজাতের জন্য। তাঁরা যখন উম্মাহর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখলেন, বুঝতে পারলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছাড়া এর কোনো সমাধান নেই। যেমনটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা যখন ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, ক্ষেত-খামার নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেবেন, যা থেকে তোমারা কখনো মুক্তি পাবে না—যতক্ষণ না তোমরা আপন দ্বীন তথা জিহাদের পথে ফিরে আসো।”’

-শাইখ ইবরাহিম ইবনু সুলাইমান আর-রুবাইশ ﵀

আল বালাগ

প্রাচ্যের গণতন্ত্র হোক বা পাশ্চাত্যের কিংবা কথিত ইসলামি গণতন্ত্রই হোক, এর মূল ভিত ও প্রাণশক্তি হলো সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রবেশ করে কেউ যদি এই ধারণা করে যে, সে ইসলামি রাজনীতি করছে কিংবা কেউ যদি বলে গণতন্ত্র দুই প্রকার : ইসলামি গণতন্ত্র ও সেক্যুলার গণতন্ত্র, তবে এটি অনেকটা মদের মতো হারাম বস্তুকে ইসলামি ও সেক্যুলার এই দুই ভাগে ভাগ করার মতো।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, চলমান জাহেলি বিশ্বব্যবস্থা ধোঁকাবাজি ও প্রতারণায় মানবেতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। গণতন্ত্রের নামে সেক্যুলারিজমের যে কুফুরিতে পুরো দুনিয়াকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সামগ্রিক তত্ত্ব তালাশের পর এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, শয়তান ইবলিস তার পুরো জীবনের অভিজ্ঞতার সারনির্যাস চমৎকারভাবে গণতন্ত্রের মাঝে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হয়েছে। এবার সে তার চিরশত্রু মানবজাতিকে এমন এক কুফরে লাগিয়ে দিয়েছে, যা তারা উপলব্ধি করতেই ব্যর্থ হচ্ছে।

এই কুফরের প্রকৃতি অতীতের কুফর থেকে বেশ আলাদা। অতীতে যত কুফর ছিল, মোটামুটিভাবে সেগুলোর প্রকৃতি ছিল এমন—কেউ যদি তার পূর্বের দ্বীন পরিত্যাগ করে নতুন কোনো দ্বীনে প্রবেশ করে, তবে তাকে কাফের বলা হবে। কিন্তু নতুন এই গণতান্ত্রিক কুফরে না আল্লাহকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়, না তাঁর প্রেরিত রাসুলকে, না আসমানি কিতাবকে, না কিয়ামতের দিনকে। এটি এমন এক কুফর, যেটি নামায-রোযার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপও করে না, আবার নামায-রোযা ফরয হওয়ার বিশ্বাসও রাখতে দেয় না। বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নামায মুবাহ পর্যায়ে গণ্য হয়—কেউ চাইলে পড়তে পারে, না চাইলে ছাড়তে পারে। গণতন্ত্র নামক এই নতুন ধর্ম তার অনুসারীদেরকে পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করতে বলে না, তাদের ইবাদাত ও রীতিনীতিকেও ছাড়তে বলে না। বরং ব্যক্তিগত পর্যায়ে ওসব আদায় করার পাশাপাশি সামষ্টিক পর্যায়ে নতুন এক দ্বীন ও শাসনতন্ত্র মানতে বাধ্য করে। যেহেতু গণতন্ত্র নামক ধর্মটি গ্রহণ করতে হলে পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন পড়ে না, তাই অনেক লোক এই কুফরকে কুফরও মনে করে না। তারা পূর্বের ধর্মের ওপর বাকি থেকেই নতুন একটি ধর্মকে নিজেদের জীবনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। খ্রিষ্টানরা এতটুকুতেই সন্তুষ্ট যে, তারা রবিবার দিন গির্জায় যেতে পারে। কেননা, নতুন ধর্ম তাদের ইবাদাতে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই যে, ব্যক্তিজীবনে তারা খিষ্ট ধর্মের অনুসারী হলেও সামষ্টিক জীবনে তারা ইহুদিদের বানানো সেক্যুলারিজম অনুযায়ী দিনাতিপাত করছে।

অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে এই গণতান্ত্রিক ধর্মে প্রবেশ করানোর লক্ষ্যে প্রথমে খেলাফতকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে কুরআনি শাসনব্যবস্থা তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ সরে যায় এবং তারা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত-বন্দেগিকে দ্বীন মনে করতে শুরু করে। এই টার্গেট পূরণের জন্য প্রাচ্যবিদ, কথিত প্রগতিশীল এবং পোষা বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে তারা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালায়। শরয়ি পরিভাষাগুলোর অর্থ ও ভাবকে বিকৃত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ দ্বীন পালনের স্বাধীনতা ইসলামের ফকিহগণের দৃষ্টিতে একরকম; কিন্তু পাশ্চাত্য ফকিহ (!) ও কাদিয়ানি মুফতিরা এর ভিন্ন একটি অর্থ ফেঁদে বসে। অনুরূপভাবে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মাসআলা, আল্লাহর হাকিমিয়তের আকিদাহ, ওয়ালা-বারার মাপকাঠি, আল্লাহর আইনে বিচার ও গাইরুল্লাহর

আইনে বিচারের হুকুম—এসব মৌলিক আকিদাহ ও আহকামের এমন একটি নতুন অর্থ তারা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করেছে, যার ফলে ইসলামের ফকিহদের বর্ণিত আহকাম ও মাসায়েল পুরাতন কিতাবের স্তূপেই চাপা পড়ে গেছে।

মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রীরা ইসলামের পরিভাষাগুলোর ব্যাপক অপব্যবহার করেছে। যেখানেই গণতন্ত্রের কুফুরি জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল, সেখানেই তারা নতুন পরিভাষা বানিয়ে নিয়েছে। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় কিছু আচার-প্রথা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে হাতে গোনা কিছু ইবাদাত পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে সামষ্টিক জীবন থেকে ইসলামকে কেবল ঝেঁটিয়ে বিদায় করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং সামষ্টিক জীবনের জন্য নব্য এই কুফরের স্থপতিরা নতুন এক দ্বীন তৈরি করে দিয়েছে, যে দ্বীন মোতাবেক জীবনযাপন করা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশের নাগরিকদের জন্য ফরয। কুফুরি আইন ও জীবনব্যবস্থাকে তারা রীতিমতো সংবিধানের আকারে মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই জঘন্য প্রতারণাটি তারা এই জন্য বুঝতে পারেনি যে, তাদেরকে নামায, রোযা ও হজ পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামি নাম রাখার ওপরও কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। কেননা তারা মনে করেছিল, কুফর হলো ইসলাম থেকে পরিপূর্ণভাবে বের হয়ে যাওয়ার নাম। তারা ভেবেছিল, ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করলেই তবে মুসলমান কাফের হয়। আর নতুন গণতান্ত্রিক ধর্ম তাদেরকে এমন কিছু করতে বলেনি।

কিন্তু গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব ও কাঠামোর ওপর সামান্য দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দ্বীন। এর আছে নিজস্ব হালাল-হারাম আর স্বতন্ত্র ফরয-ওয়াজিব। আছে শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের আলাদা মাপকাঠি। এগুলোই তো একটি দ্বীনের মূল উপাদান। যেমন, ইসলামে সুদ হারাম, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুদ কেবল হালালই নয়; বরং অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা অবশ্য হালাল-হারাম শব্দদ্বয় ব্যবহার করে না; ব্যবহার করে বৈধ-অবৈধ শব্দ দুটি। কারণ হালাল-হারাম শব্দ দুটি ব্যবহার করলে মুসলমানরা বুঝে ফেলবে, আল্লাহর হারাম করা বস্তুকে এরা হালাল করে নিয়েছে। এদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার কারিশমা দেখুন, ওরা দাবি করছে, গণতন্ত্র বা সেক্যুলারিজম কোনো ধর্মকে যেমন অনুসরণ করে না, তেমনি কোনো ধর্মের পথে প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করে না। এতে সকল ধর্ম স্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু একটু ফিকির করলেই বুঝে আসে, পরিভাষার বিকৃতির মাধ্যমে এরা কত নির্মমভাবে মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছে। কুফর যে ধরনেরই হোক না কেন, এটি স্বতন্ত্র একটি দ্বীন—ধর্মহীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, ইসলামি গণতন্ত্র ইত্যাদি যে নামই তাকে দেওয়া হোক না কেন।

এই প্রসঙ্গে সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বড় সারগর্ভ মন্তব্য করেছেন, 'কুফর কেবল অস্বীকৃতির নাম নয়। বরং এতে স্বীকৃতিও আছে। কুফর কেবল আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করার নাম নয়। বরং এটি একটি ধর্মীয় ও চারিত্রিক কাঠামো এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, যার নিজস্ব ফরয ও ওয়াজিব এবং হারাম ও মাকরুহ বিধিবিধান আছে। তাই এই উভয় দ্বীন একই জায়গায় একত্রিত হতে পারে না এবং মানুষ একই সঙ্গে উভয় ধর্মের অনুসারী হতে পারে না।' (দ্বীনে হক ও উলামায়ে রাব্বানি, পৃষ্ঠা : ২৬)

[মাওলানা আসেম উমর হাফিযাহুল্লাহ'র অমূল্য গ্রন্থ 'একিসওয়িঁ সদি মে জুমহুরি নেযাম তাবাহি কে দাহানে পর' থেকে চয়িত, অনূদিত ও পরিমার্জিত]

'কুফর কেবল অস্বীকৃতির নাম নয়। বরং এতে স্বীকৃতিও আছে। কুফর কেবল আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকার করার নাম নয়। বরং এটি একটি ধর্মীয় ও চারিত্রিক কাঠামো এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, যার নিজস্ব ফরয ও ওয়াজিব এবং হারাম ও মাকরুহ বিধিবিধান আছে। তাই এই উভয় দ্বীন একই জায়গায় একত্রিত হতে পারে না এবং মানুষ একই সঙ্গে উভয় ধর্মের অনুসারী হতে পারে না।'

সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

সোমালিয়ায় মুজাহিদিনে ইসলামের উপর্যুপরি বিজয় ও সাফল্য

আল-কায়েদা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

আগ্রাসী মার্কিন ক্রুসেডাররা সোমালিয়ায় তাদের জঘন্য অপকর্ম ও আক্রমণগুলো গোপন করতে যতবারই চেষ্টা করেছে, আশ-শাবাবের বীর মুজাহিদরা প্রতিবারই তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে, একের পর এক পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে এবং পূর্বের চেয়েও অধিক পরিমাণে ক্ষতি সাধন করেছে। তাঁদের সর্বশেষ কঠিন হামলাটি হয় সোমালিয়ায় অবস্থিত আমেরিকার সবচেয়ে বড় সেনাঘাঁটিতে। ইতিপূর্বে এমন বড় ও তীব্র আক্রমণ আর কখনো হয়নি। তবে এটিই শেষ নয়। এই হামলার পর কয়েক ডজন মার্কিন সেনাকে কফিনে করে ফেরত পাঠানো হয়েছে, যাতে তাদের পরিবারের সদস্যরাও এই শোকের অংশীদার হতে পারে। এটি মূলত ১৯৯৩ এর অক্টোবরে মোগাদিসুর মহাসড়কে মার্কিন সৈন্যদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের সান্ত্বনা। এই যুদ্ধে তাদের কুখ্যাত 'ব্ল্যাক হক' হেলিকপ্টারসমূহের ধ্বংসাবশেষগুলোকে রাস্তায় টানা-হেঁচড়া করা হয়েছিল। শুধু এই ঘটনায় নিহত মার্কিন সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো ৯/১১ হামলায় অংশগ্রহণকারী মুসলিম বীর মুজাহিদদের সংখ্যার সমান। নিঃসন্দেহে এটি একটি হত্যাযজ্ঞের বিনিময়ে আরেকটি হত্যাযজ্ঞ। একটি আঘাতের প্রতিশোধে পাল্টা আরেকটি আঘাত। কালের পরিক্রমায় আর যুগের পালা বদলে আশ-শাবারের মুজাহিদরা শেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রুসেডারদের রক্তের মাঝে পার্থক্য করেনি। বরং মোগাদিসু থেকে বেকুব আমেরিকার কাছে তাদের সৈন্যদের কফিন পাঠানোর ধারা অব্যাহত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

'আফ্রিকার শিং' উপদ্বীপে ক্রুসেড হামলার দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে সোমালিয়ার মুজাহিদগণের অনবরত প্রেরিত যুদ্ধের বার্তা এই মাথামোটা আমেরিকা আজ অবধি বুঝে উঠতে পারেনি। মিলাতে পারেনি ইথিওপিয়ার বালুকাময় ভূমিতে ক্রুসেডারদের জমাটবাধা রক্ত আর বিধ্বস্ত হওয়া সম্পদের ব্যয়বহুল পরিধির হিসাব। আর কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ সোমালিয়ায় শাবিলি প্রদেশে ইসরাইলি ও ক্রুসেড বাহিনীর রক্ত প্রবাহকারী যে অভিযানগুলো হয়েছিল, তা সোমালিয়ায় সমসাময়িককালে ক্রুসেড আগ্রাসনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অভিযান। সেখানে ইসরাইল ও আমেরিকার আহত এবং নিহত সৈন্যসংখ্যা কয়েক ডজন ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়াও কিছু স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান তাদের বহরের সামনেই বিধ্বস্ত হয়েছে। এই আধুনিক মারণাস্ত্রগুলো কিছুই করতে পারেনি, কেবল অসহায়ের মতো তাদের প্রভুদের বিপর্যয় দেখছিল।

আমরা এই দুঃসাহসিক অভিযান এবং একই সময়ে মোগাদিসুতে মুরতাদ বাহিনী ও ইউরোপিয়ান যৌথ বাহিনীর বহরে লক্ষ্যভেদী আক্রমণের সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি পূত-পবিত্র, তিনিই প্রশংসার যোগ্য, সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। আমরা

আশ-শাবাবের জানবায ভাইদেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করছি এবং তাদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থনের ঘোষণা দিচ্ছি। মহান আল্লাহর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, আমাদের আত্মোৎসর্গী হামলাকারী সিংহ এবং নিরবচ্ছিন্ন জিহাদে ব্যাপৃত বীর মুজাহিদ ভাইদের এই আমলগুলোকে কবুল করুন। তাঁদের রুহ ও শরীরে আপনার অফুরন্ত রহমত ও অজস্র মাগফিরাত বর্ষণ করুন। এ বরকতময় কাজে যাঁরা নিজেদের সবটুকু বিলিয়ে দিচ্ছে, তাঁদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ প্রতিদান দান করুন। (আল্লাহুম্মা আমীন)

আগ্রাসী ক্রুসেডারদের আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি, মুসলিম ভূমিগুলোতে তোমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া আমরা তোমাদের এক কদমও সামনে বাড়তে দেব না। মুসলমানদের প্রতি ফোঁটা রক্তের বদলা আমরা নেব। এসব আঘাত ও আক্রমণ তোমাদেরই পাপের ফসল, যার চাষ তোমরা করেছ সোমালিয়া, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য মুসলিম দেশে। সুতরাং সোমালিয়ার মুজাহিদদের দোষারোপ করো না; বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার করো। কারণ তোমরাই প্রথমে ক্রুসেড হামলার অগ্নি প্রজ্বলিত করেছ। তাই এর লেলিহান শিখায় তোমরাই দগ্ধ হও।

সম্মানিত মুজাহিদগণ, ক্রুসেডার আমেরিকা আজ এক বিশাল বিভক্তির মাঝে দিনাতিপাত করছে, যা তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত সকলেই বুঝে ফেলেছে। আর এ সব কিছুই অর্জিত হয়েছে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে উম্মাহর কিছু শ্রেষ্ঠ মানুষের রক্তভেজা হাত ধরে। এতটুকু অপমান আর লাঞ্ছনার স্বীকার হওয়ার পরেও খ্রিষ্টবাদের ধ্বজাধারী আমেরিকা শেষবার তো রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি আরবে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আমরা ট্রাম্প ও তার সেনাবাহিনীকে বলব, যদি আরবের দুঃসাহসী শার্দুলেরা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ইরাক ও আফগান যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদেরকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহতা ভুলিয়ে দিতে পারে, তবে আল্লাহর অনুগ্রহে অচিরেই নাইন ইলেভেন ও তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহের ভয়াবহতাও তোমরা ভুলে যাবে। মনে রেখো, আরব বীরদের সাথে তোমাদের আগামীর যুদ্ধগুলো আরও কঠিন ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

হে আরবের বীর পুরুষরা, আপনারা সবরের প্রশিক্ষণ নিন, লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ কুরবানি পেশ করার শপথ নিন। আর বিশেষ করে আপনারা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যে, বাইতুল মাকদিস ও হারামাইন হবে আপনাদের প্রথম টার্গেট। আমাদেরকে সব সময় আগত প্রজন্মকে এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। আমরা অবশ্যই বাইতুল মাকদিসকে ইহুদিদের দখলদারিত্ব থেকে পুনরুদ্ধার এবং পবিত্র হারামাইন থেকে কাফেরদের বহিষ্কারের মিশন নিয়ে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাব। উম্মাহকে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহসিকতার গল্পগুলো স্মরণ করিয়ে দেব। ইনশাআল্লাহ একবার যদি এই উম্মাহকে জাগিয়ে তোলা যায়, তবে কুফরের দুর্গগুলো নিমিষেই ধসে পড়বে। আপনারা সেই সব বীরদের পথ ধরুন, যারা শিরক ও কুফরের প্রাচীর ভেঙে উম্মাহকে আজাদি উপহার দেওয়ার আগে ক্ষান্ত হয় না। তবেই আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলাম ও ঈমানের ছায়াতলে জীবন কাটাতে পারবে। এটি আল্লাহর কাছে কঠিন কিছু নয়। সকল প্রশংসা তো তারই জন্য।

সফর ১৪৪১ হিজরি

অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ি

গবেষণা প্রতিবেদন
MOVE
মুভ ফাউন্ডেশন:
কওমি অঙ্গনে ক্রুসেডারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন
হাম্মাদ আব্দুল্লাহ

দেশের বিশুদ্ধ দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামি সংস্কৃতিচর্চার ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্র কওমি মাদরাসাগুলোতে সম্প্রতি মুভ ফাউন্ডেশন নামের একটি বেসরকারি এনজিও সংস্থা বিভিন্ন দ্বীন ও ঈমান-বিধ্বংসী কার্যক্রম শুরু করেছে। কওমি মাদরাসার ছাত্র ও আলেমদেরকে তারা চিহ্নিত করেছে পশ্চাদপদ, অধিকার-বঞ্চিত, জঙ্গীভাবাপন্ন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে। তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই নাকি তারা কাজ করছে। সামাজিক সম্প্রীতি, মূল্যবোধ ও স্বাস্থ্যসচেতনার কথা বললেও এদের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো, ক্রুসেডার কুফফারদের তথাকথিত CVE (Countering Violent Extremism) বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ।

মুভ ফাউন্ডেশনের পরিচয়

মুভের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের ভাষ্যমতে 'মুভ ফাউন্ডেশন তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অলাভজনক সামাজিক কল্যাণমূলক সংস্থা। ২০১৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।' এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৫ সালে। বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান ও মিসরেও তাদের কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশে মুভ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে জনাব সাইফুল ইসলামকে। পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিরোধী এজেন্ডা কাউন্টার টেরোরিজম নিয়ে তার এক্টিভিটি চোখে পড়ার মতো। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সে কাজ করেছে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্ট্যাট, নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য সংস্থায়। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে তার ব্যাপক দহরম মহরমের বিষয়টি স্পষ্ট। মুভ ফাউন্ডেশনের বিদেশি পার্টনারদের মধ্যে আছে, জার্মান অ্যাম্বেসি এবং কাউন্টার টেরোরিজম কেপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম অব গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা। আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও এদের নিবিড় সম্পর্ক আছে। ২০১৮ সালের অক্টোবরে হোটেল সোনারগাঁয়ে অনুষ্ঠিত Workshop On Misinformation Management নামের একটি প্রোগ্রামে এদের পার্টনার ছিল আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। দেশীয় সুশীল সমাজ ও মডারেট ইসলামি চিন্তাবিদরা উপস্থিত থাকলেও মূল বক্তা এসেছেন খোদ আমেরিকা থেকে। এখান থেকে স্পষ্ট হয়, মুভ ফাউন্ডেশন ক্রুসেডার জোটেরই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে এদেশে।

মুভ ফাউন্ডেশনের নেপথ্যে কারা?

স্বাস্থ্যসচেতনতা, সামাজিক সম্প্রীতি, মানবিক মূল্যবোধের স্লোগান দেখে আপাতদৃষ্টিতে মুভ ফাউন্ডেশনকে বড়ই নিরীহ গোছের এনজিও মনে হয়। একটু তলিয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, এরা মুসলিম দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার জোটের বেতনভোগী কর্মচারী। তাই এটি একটি Non-profit Organization বা অলাভজনক সংস্থা। মুভ ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের হোম-পেইজেই তাদের প্রোমোশনাল ভিডিওতে দেখা যায়, শুরুতেই তারা Amman Youth Declaration 2015 এবং UN Security Council Resolution 2250 বাস্তবায়নের কথা বলছে। চলুন প্রথমে দেখা যাক, Amman Youth Declaration 2015 আসলে কী?

২০১৫ সালের ২১ ও ২২ আগস্ট জর্দানের রাজধানী আম্মানে কুফফার জোট জাতিসংঘ ও জর্দান সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় The Global Forum on Youth, Peace and Security। তথাকথিত কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট একস্ট্রিমিজম এন্ড টেরোরিজম বা উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের আড়ালে মুসলিম তরুণদের গেলানো হয় মডারেট ইসলামের কুফুরি পাঠ। দুই দিনব্যাপী চলে বক্তৃতা, আলোচনা, বেহায়া অর্ধনগ্ন ইউরোপিয়ান তরুণীদের দেহপ্রদর্শনী, জম্পেশ ডিনার, মিউসিক কনসার্ট, আর তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম যৌথ নৃত্য। ফোরামে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য দেন খোদ আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারি জন কেরি। এই গ্লোবাল ফোরামেই গৃহীত হয় Amman Youth Declaration 2015। এতে তথাকথিত উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের নীলনকশা প্রণীত হয়।

৯ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে কুফফার জোট জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত হয় UN Security Council Resolution 2250, যেখানে Amman Youth Declaration 2015-কে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা গেল, মুভ ফাউন্ডেশন সেবার আড়ালে মূলত কুফফার সংঘের UN Security Council Resolution 2250-এর বাস্তবায়নই করছে। ঈমান ও কুফরের চলমান লড়াইয়ে মুভ ফাউন্ডেশন ক্রুসেডার কাফেরদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে ময়দানে আবির্ভূত হয়েছে। এরা আপনার কাছে টাকা চায় না, আপনাকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ঈমানের শিবির থেকে বের করে কুফরের শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করাই এদের লক্ষ্য।

Amman Youth Declaration 2015

মুভ ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আগেই বলা হয়েছে, মুভ ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য আন্তর্জাতিক কুফফার জোটের UN Security Council Resolution 2250-এর বাস্তবায়ন। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এরা লিখেছে, তাদের মূল আগ্রহ হলো কওমি মাদরাসার ছাত্র ও আলেম-উলামা। তাদের ভাষ্যমতে, তারা মাদরাসার ছাত্রদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করতে খুবই আগ্রহী। তারা সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে চায়।

আসলে তাদের মূল টার্গেট হলো CVE – Countering Violent Extremism বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ। সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ কথাটি শুনতে বেশ ভালো। তবে সচেতন মুসলমানদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, নাইন ইলেভেন হামলার পর আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। হাজারো মুসলমানের খুনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করে, 'বিশ্ববাসীর জন্য দুটি পথ খোলা আছে, হয় তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে অথবা আমাদের শত্রুদের সঙ্গে।' আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এই নতুন কৌশল অনুযায়ী Violent Extemism বা সহিংস উগ্রবাদের অর্থ হলো, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং দেশে দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কুফফার জোটের চালানো সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। আর Countering violent extremism-এর অর্থ হলো, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ক্রুসেডার জোটের পরিচালিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সকল কার্যকরী পথ বন্ধ করে দেওয়া। সহজ ভাষায়, আফগানিস্তানে যারা মার্কিন সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করছে, তারা সহিংস উগ্রবাদী; ইরাকে যারা আমেরিকান সন্ত্রাসের মোকাবেলা করছে, তারা উগ্রবাদী; কাশ্মীরে যারা মালাউন মুশরিকদের সন্ত্রাসের মোকাবেলা করছে, তারা উগ্রবাদী; আরাকানে যদি কেউ মগ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা উগ্রবাদী; চীনে যদি কেউ নিপীড়িত উইঘুরদের পক্ষে দাঁড়ায়, তারা উগ্রবাদী।

কওমি অঙ্গনের আলেম ও তালিবে ইলমরা যেন ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের পথে পা না বাড়ায়, বিশ্বব্যাপী ক্রুসেডারদের পরিচালিত মুসলিম নিধন মিশনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়, এটি নিশ্চিত করাই মুভ ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য।

এরা আমাদের উগ্রবাদ প্রতিরোধের সবক শেখাতে আসে! অথচ বর্তমান বিশ্বে আমেরিকাই সবচেয়ে বড় উগ্রবাদী সন্ত্রাসী। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Global Research-এর জরিপ মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত ৭৩ বছরে আমেরিকা ৩ কোটি নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা করেছে। আহত করেছে ৩০ কোটি মানুষকে। বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের! সন্ত্রাসী স্বয়ং বিনামূল্যে ফেরি করে বেড়াচ্ছে সন্ত্রাস প্রতিরোধের শিক্ষা।

মুভ ফাউন্ডেশনের দ্বীন-বিধ্বংসী কার্যক্রম

মুভ ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেখা যায়, তাদের ঘোষিত মোট পাঁচটি প্রোগ্রামের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম হলো, Community Awakening and Peace-building (CAP) Program। এটি মূলত ক্রুসেডার জোট ঘোষিত

মুভ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া একটি কার্টুন।

Countering violent extremism প্রোগ্রামেরই নামান্তর। এই প্রোগ্রামের আওতায় তারা কওমি মাদরাসার আলেম ও তালিবে ইলমদের জঙ্গীবাদ-বিরোধী প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রোগ্রামের প্রোমো ভিডিওতে দেখা যায়, নাস্তিক-বিরোধী আন্দোলন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কটূক্তিকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনসহ বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলনকে তারা উগ্রবাদী আচরণ হিসেবে তুলে ধরছে। লালখান বাজারের সেই বিতর্কিত বিস্ফোরণের ঘটনাকে হাইলাইট করে বোঝাচ্ছে, কওমি মাদরাসায় জঙ্গীবাদ শেখানো হয়। তাই তাদের জঙ্গীবাদ-বিরোধী প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি।

মুভ ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ছয়টি কর্মশালার মধ্য দিয়ে ১২৪ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেয়। এই প্রশিক্ষণে ৬১ জন ছিল বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আর বাকি ৬৩ জন ছিল বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

জঙ্গীবাদ-বিরোধী কর্মশালার নামে তারা ধর্মীয় বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে তরুণ-তরুণীদের নিয়ে সম্মিলিত গ্রুপওয়ার্কের আয়োজন করছে। বেপর্দা বেহায়া সুন্দরী তরুণীদের গা ঘেঁষে বসে সাদা জুব্বা পরিহিত কওমি সন্তানরা কাফের ক্রুসেডারদের বেতনভোগী চেলাদের কাছ থেকে সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার সবক নিচ্ছে। সৈয়দ আহমাদ শহীদ, ইসমাইল শহীদ, কাসেম নানুতুবি, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির উত্তরসূরিদের আজ বেহাল দশা। তারা আজ কুরআন-সুন্নাহয় সহনশীলতার শিক্ষা খুঁজে পায় না। উস্তাদদের দরসে শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সবক খুঁজে পায় না। তারা আজ সহনশীলতার শিক্ষা নিতে যাচ্ছে খ্রিষ্টান এনজিওর কর্মশালায়। আস্তাগফিরুল্লাহ। প্রতিনিয়ত শত শত সরলমনা মাদরাসার ছাত্র তাদের খপ্পরে পড়ে ঈমান-আমল ধ্বংস করছে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

Tollerence, Respect & Peace প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০১৬ সালের ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত Workshop On Tollerence, Respect & Peace-এর ওপর নির্মিত ভিডিওতে দেখা যায়, মাদানীনগর মাদরাসার মনজুরুল হক নামের এক ছাত্র বলছে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হওয়া উচিত আমরা মানুষ। মুসলমান পরিচয় দেওয়ার চেয়ে মানুষ পরিচয় দিলেই ভালো।' মুভের ছাত্ররা প্রশিক্ষণ শেষে বের হয়েই বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ও কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে।

মুভ ফাউন্ডেশনের নতুন কৌশল

জঙ্গীবাদ-বিরোধী কর্মশালার নামে বেহায়া বেপর্দা নারীদের সঙ্গে সাদা জুব্বা পরা কওমি তরুণদের গা ঘেঁষাঘেষি করে বসে শান্তির সবক নেওয়ার ছবি ভাইরাল হওয়ার পর চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ফলে কৌশল পাল্টাতে বাধ্য হয় মুভ ফাউন্ডেশন। এখন তারা কাজের কিছুটা করছে গোপনে। হারানো ইমেজ ফিরে পেতে তারা কওমি অঙ্গনে প্রভাবশালী আলেম ও তালিবে ইলমদের কাছে টানার চেষ্টা করছে। কিছু দুনিয়ালোভী মোল্লাদের তারা টাকা ও খ্যাতির লোভ দেখিয়ে দলে ভিড়াচ্ছে। কিছু সরলমনা ও অনভিজ্ঞ মুহতামিমদের মোটা অঙ্কের নগদ অর্থ সাহায্যের লোভ দেখিয়ে পক্ষে টানছে। আর কতিপয় বিভ্রান্ত উচ্চাভিলাষী আধুনিকমনা কওমি তরুণকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুভের ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার চেষ্টা করছে মুভ একটি নিরীহ সামাজিক কল্যাণমূলক সেবা সংস্থা। এটিকে নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কওমি অঙ্গনের অনেক সজ্জন, মেধাবী ও দ্বীনদার মুসলিম পরিবারের সন্তানকেও দেখা যাচ্ছে, তারা মুভের পাল্লায় পড়ে তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিবার মুভ ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর যখন তাদের নিয়ে বিতর্ক ওঠে, তখন তারা একান্ত গোবেচারার মতো বলেন, 'মুভ কি আমরা জানি

না। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর সত্যতা আমরা পাইনি।' অথচ মুভের মূল প্রোগ্রাম CVE – Countering Violent Extremism বা সহিংস উগ্রবাদ প্রতিরোধ যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফার জোটের চলমান যুদ্ধের একটি অংশ, এটি তো ওপেন সিক্রেট। পশ্চিমারা এটি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করছে। একজন মুসলিম যার আকিদায় কোনো ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি কিংবা অন্তরে নিফাকের ব্যাধি প্রবল হয়ে ওঠেনি, তার কাছে তো এসব স্পষ্ট থাকার কথা! এদের বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়েছে নাকি টাকা ও খ্যাতির লোভে বুঝেও না বোঝার ভান করছে? আশ্চর্য এরা সগর্বে অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ করছে এবং নানান অজুহাতে মুভের দ্বীন-বিধ্বংসী কার্যক্রমের পক্ষে সাফাই গাচ্ছে! আফসোস! শত আফসোস! এই করুণ পরিস্থিতিতেও কওমি মাদরাসার কর্ণধারগণ আজ পর্যন্ত মুভের ঈমান-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মুখ খুলেননি। এদিকে অনেক ছাত্র বিপথগামী হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারা প্রকাশ্যে কওমি মাদরাসার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে অনলাইনে আওয়াজ তুলছে। কওমি মাদরাসার সিলেবাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছে! সিলেবাস সংস্কার করার জন্য কি কওমি মাদরাসায় উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ নেই? ছাত্ররা বিদেশি এনজিওর কাছে গিয়ে কেন বলছে, তাদের সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ নয়?

সাবধান হোন হে কওমি তরুণ!

নিজের ঈমান-আমলের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করুন! আকিদায়ে ওয়ালা-বারার পাঠ অন্তরে জিন্দা করুন। হৃদয় থেকে নিফাকের ব্যাধি ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা ক্রুসেডারদের পরিচালিত সংস্থা মুভের পক্ষে সাফাই গাইছে, তাদের চিহ্নিত করুন। তাদের মুখোশ উন্মোচন করুন। তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। মুভ ফাউন্ডেশনের দ্বীন-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অনলাইন ও অফলাইনে আওয়াজ তোলা প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনি দায়িত্ব।

লেখক : আলিম, দায়ি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।
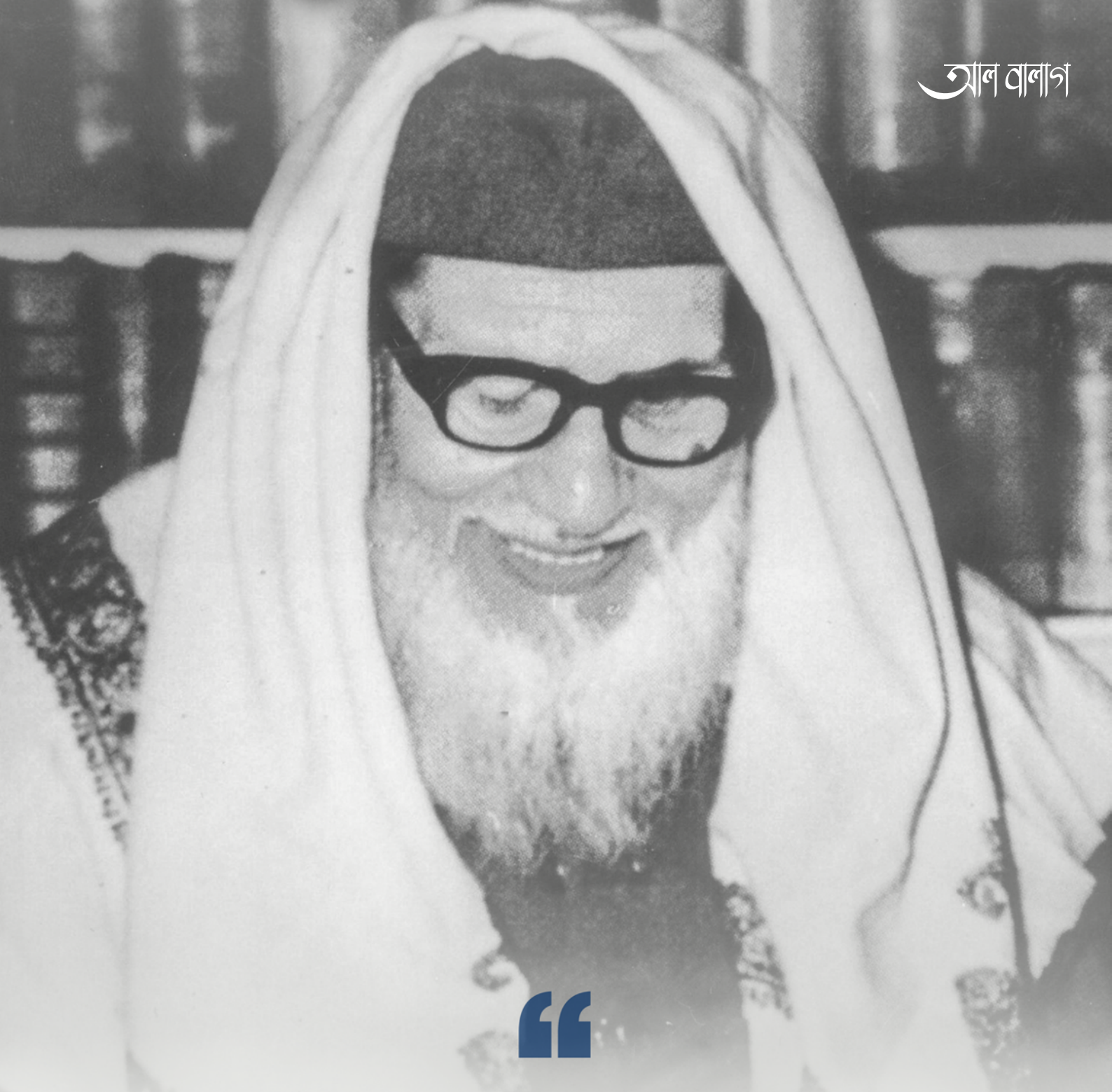
মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. বলেন,

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো, শরয়ি শাসন ছাড়া পূর্ণ শরিয়ার ওপর আমল করা সম্ভব নয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র অংশ এমন রয়েছে, যার ওপর আমল করতে হলে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প নেই। ইসলামি শাসনব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে কুরআনের একটি বড় অংশ আমলের উপযুক্ততা হারায়। খোদ ইসলামের সুরক্ষাও শক্তি ছাড়া অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ ইসলামের অর্থব্যবস্থা, ইসলামি আইন ও বিচারব্যবস্থা—এর কোনোটাই ইসলামি শাসন ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই কুরআন শক্তি সঞ্চয় ও বিজয় অর্জনের ওপর খুব গুরুত্বারোপ করেছে। এই জন্য ইসলামি খেলাফত অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহাবায়ে কেরাম খেলাফতকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন-কাফনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অনেক স্বল্পবুদ্ধির লোক এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে না। এই খেলাফতের হেফাযতের জন্য ইমাম হুসাইন রা. কুরবানি পেশ করেছেন, যাতে খেলাফতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়ে যায়, অযোগ্য লোকের হাতে খেলাফত চলে না যায়।'

(তারিখে দাওয়াত ওয়া আযিমত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৭, ৫৮)

ইকামাতে দ্বীনের জন্য

আকিদাহ ও মানহাজের অনিবার্যতা

মাওলানা হাসান মাহমুদ حفظه الله

ইকামাতে দ্বীনের জন্য বিশুদ্ধ আকিদাহ ও সঠিক মানহাজের কোনো বিকল্প নেই। আকিদাহ যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতাই তৈরি হয় না। তাই বিশুদ্ধ আকিদাহ ব্যতীত ইকামাতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার মতো বিশাল ও বিস্তৃত পরিধির ইবাদাত কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না। বরং এটি সর্বাবস্থায় ফাসাদ ও বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসবে। আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য থেকে তারা সর্বদা বঞ্চিত থাকবে। বিশুদ্ধ আকিদাহ লালনকারী প্রকৃত মুমিনের জন্যই আল্লাহ তাআলা বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে।' (সুরাহ আলে ইমরান, আয়াত : ১৩৯)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের ইলমি পরিমণ্ডলে আকিদাহর চর্চা নেই বললেই চলে। তাওহিদ, শিরক, ওয়ালা-বারা, নাওয়াকিযুল ঈমান ও মিল্লাতে ইবরাহিমের মতো আকিদাহর মৌলিক পাঠগুলোও আমাদের পড়া হয় না। ফলে ইকামাতে দ্বীনের যে ভিত্তি, তাও আমাদের মজবুতভাবে স্থাপন করা হয়ে ওঠে না। আমরা আমাদের দ্বীন ও ঈমানের শত্রুদের চিহ্নিত করতে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছি। বহুল চর্চিত ডজনখানেক ইখতিলাফের ওপর ভিত্তি করে আমরা আমাদেরই কিছু মুসলিম ভাইদের বাতিল ফেরকা নাম দিয়েছি। তারপর তাদের ওই ভ্রান্তিগুলোকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে খণ্ডন করে যাচ্ছি। কখনো মুখের ভাষায় আবার কখনো কলমের কালি দিয়ে তাদেরকে গোমরাহ ফেরকা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস সর্বদা অব্যাহত রেখেছি। অথচ আমাদের পারস্পরিক এই দ্বন্দ্বের সুযোগে দ্বীন ও ঈমানের শত্রুরা আমাদের দেশকে কুফর ও শিরকের জাহান্নামে পরিণত করেছে। সুদ ও জুয়া-নির্ভর অর্থব্যবস্থা নির্মাণ করে পুরো জাতিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে গোটা দেশকে নাস্তিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে। উম্মাহর ঘাড়ে কুফুরি সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে সবাইকে তা মানতে বাধ্য করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফাঁদে পড়ে এদেশে গরিবরা ক্রমশ আরও গরিব হচ্ছে, অপর দিকে ধনীরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে।

বিশুদ্ধ আকিদাহর অভাবে আমরা কুফর ও শিরকের এই স্থপতিদের কাছে টেনে নিয়েছি। তাদের কুফর, শিরক ও হারাম কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভয়ানক নীরবতা পালন করেছি। অথচ যুগের পর যুগ ধরে ছোটখাটো ইখতিলাফকে কেন্দ্র করে মুসলিম ভাইদের কাফের ফতোয়া দিয়ে দ্বীনের মহা খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছি ভেবে তৃপ্তির ঢেকুর তুলেছি। আমরা কতিপয় ক্ষমতাহীন দুর্বল বিভ্রান্ত মুসলমানদের বিদআত ও শিরকের ব্যাপারে খড়গহস্ত হলেও শক্তিমান শাসকদের বড় বড় কুফর ও শিরকের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থেকেছি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন এমনকি সহায়তা পর্যন্ত প্রদান করেছি। আজও অধিকাংশ তালিবে ইলমকে জিজ্ঞেস করলে আপনি এই উত্তরই পাবেন, তাদের পড়াশোনার একটিই মাকসাদ—ওই বাতিল ফেরকাগুলোর রদ করা। ইকামাতে দ্বীনের কোনো বাস্তবসম্মত ফিকির এদের চিন্তারাজ্যে একটি বারের জন্যও উঁকি দেয়নি। এক বড় মাদরাসায় একজন বড় আলেমকে দেখেছি, তিনি তার ছাত্রদের বলছেন, 'কিছু লোক এমন তৈরি হতে হবে, যারা হানাফিয়্যতকে তারজিহ দেওয়ার জন্য নিজেদের

জীবনকে কুরবান করে দেবে!’ দেখুন, ঈমান ও অস্তিত্ব রক্ষার এই চরম দুর্দিনেও তিনি ছাত্রদের মগজে কোন লক্ষ্যের বীজ বপন করছেন! আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিন।

বিশুদ্ধ আকিদাহর পাশাপাশি দরকার সঠিক, বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী মানহাজ বা কর্মপদ্ধতি। মুসলিম ভাইদের অনেকেই বিশুদ্ধ আকিদাহর অপরিহার্যতার কথা জানলেও যথোপযুক্ত মানহাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন না। সঠিক মানহাজ নির্মাণ করা না গেলে ইকামাতে দ্বীনের কাজ করা তো দূরের কথা, ঈমান ও আমল নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও হুমকির মুখে পড়বে। সঠিক মানহাজ ও কর্মপদ্ধতিহীন একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একটি ধীর প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এর উদাহরণ দেখতে বেশি দূরে যেতে হবে না। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আরাকানের পরিণতি দেখেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি। মানহাজহীন আরাকানি ভাইয়েরা বাতিলের সাথে আপসকামিতা ও নতজানু নীতি অবলম্বন করেছিল। পরিচয় দিয়েছিল অনুপম শান্তিপ্রিয়তার। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত এই জাতিটির অস্তিত্ব নিয়েই আজ টানাপোড়েন চলছে। আমরা বাংলাদেশি মুসলমানরাও ঠিক একই পথেই হাঁটছি।

ইতিহাস থেকে আমরা শিখেছি, সঠিক মানহাজ ও কর্মপদ্ধতির অভাবে পদে পদে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেতনাবাহী কাফেলা মুখ থুবড়ে পড়ে—ক্ষতবিক্ষত হয় তাগুতের নখর থাবায়। অবশেষে দ্বীন ও দুনিয়া দুটোই হারিয়ে তারা অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যায়। বর্তমান ফিলিস্তিন, উইঘুর ও কাশ্মীরের দিকে তাকালে বিষয়গুলো সহজেই আমাদের বুঝে আসে।

সঠিক মানহাজ সামনে না থাকলে জাতির মন-মানসে হতাশা ও কাপুরুষতার নীরব বিস্তার ঘটে, কখনো কখনো তা আকিদাহ-বিশ্বাসে অস্থিরতা এবং দ্বীনি বিধিবিধান পালনে স্থবিরতা ডেকে আনে; জন্ম দেয় নানা সংশয় ও সন্দেহের। এই কারণেই অনেক আলেমকেও আপনি দেখবেন, জিহাদের সংজ্ঞা ও পরিচয় বিকৃত করতে, জিহাদের জন্য মনগড়া নানান শর্ত জুড়ে দিতে। ঘরকুনো এই মুফতিদের কাছে যখন জিহাদ প্রসঙ্গে ফতোয়া আসে, তখন তারা পড়ে যায় চরম বিপাকে। তারা ভাবে, শরিয়াহর উসুল মোতাবেক যদি এখন জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার ফতোয়া দিয়ে দিই, তাহলে এই জিহাদ করবে কে? কীভাবেই-বা করবে? কার বিরুদ্ধে করবে? এই প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর তাদের কাছে নেই। কারণ তাদের কাছে ইকামাতে দ্বীন তো দূরের কথা হেফাযতে দ্বীনেরও কোনো সুস্পষ্ট মানহাজ নেই। তাই অনন্যোপায় হয়ে জিহাদ যাতে ফরয হতে না পারে, এই জন্য তারা অনেকগুলো মনগড়া শর্ত জুড়ে দেয়, যার সঙ্গে শরিয়াহ ও ফিকহের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। সম্প্রতি বিভিন্ন দারুল ইফতা থেকে বের হওয়া ফতোয়াগুলোর ওপর নজর বুলালে আপনি এই কথাটির সত্যতা খুঁজে পাবেন। অথচ নামায, রোযা, হজ ইত্যাদির জন্য যদি কেউ শরিয়াহ-বহির্ভূত নতুন কোনো শর্ত আরোপ করে, তিনি নিজেই তাকে গোমরাহ ফতোয়া দিতে দেরি করবেন না। সঠিক মানহাজ ও কর্মপদ্ধতির অভাবে জিহাদ নিয়ে তাদের ধোঁয়াশা ও সংশয়ের শেষ নেই। কার বিরুদ্ধে জিহাদ করব, আমাদের শক্তি নেই, অস্ত্র কোথায় পাব, আগে ঈমান বানাতে হবে, ইন্ডিয়া রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে আমাদের ভাতে মারবে, আমরা জিহাদের আকবার করছি, এখন মক্কি যুগ চলছে, জাতিসংঘের সঙ্গে চুক্তি হওয়ার কারণে জিহাদ করা যাবে না ইত্যাদির মতো হাজারো আবোলতাবোল প্রশ্ন তাদের মনে ঘুরপাক খায়। তারা মনে করে, এই ভূমিতে জিহাদ করা মানে এখনই লাঠিসোঁটা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়া, ইট-পাথর নিয়ে পুলিশ স্টেশনে হামলা করা কিংবা সেনাব্যারাকে কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগাতে যাওয়া। ইদাদ ও জিহাদের বাস্তবমুখী প্রায়োগিক কোনো রূপরেখা তাদের সামনে নেই।

একটি ভূমিতে শূন্য থেকে শুরু করে জিহাদকে কীভাবে দাঁড় করাতে হয়, কীভাবে মুসলমানদের সংগঠিত করতে হয়, কীভাবে দাওয়াত ও ইদাদের কাজ করতে হয়, কীভাবে তাগুতের শকুনি দৃষ্টি ফাঁকি দিতে হয়, এ নিয়ে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তাছাড়া হরকাতুল মুজাহিদিন ও জেএমবির ভাইদের কিছু কৌশলগত ভুল ও তার দুঃখজনক পরিণতি তাদের মনে এই ভূমিতে জিহাদের সাফল্য সম্পর্কে হতাশা সৃষ্টি করে রেখেছে। সব মিলিয়ে একটি স্বচ্ছ মানহাজের অনুপস্থিতি তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে চালিত করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করুন। যাদেরকে আল্লাহ বুঝ দান করেছেন, তাদের দায়িত্ব হলো আলেম ভাইদেরকে মানহাজের ব্যাপারে ধারণা দেওয়া এবং তাদের সংশয়গুলো ধীরে ধীরে দূর করার চেষ্টা করা। তালিম-তাআল্লুম ও পড়াশোনার প্রচলিত কার্যক্রমের বাইরে যেহেতু তাদের অনেকের জানার পরিধি খুবই সংকীর্ণ, তাই এই ধরনের বিভ্রান্তিতে তারা পড়তেই পারেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, আমাদের এই ভূমির আলেম-আওয়ামরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক তাগুত মিডিয়া দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াগুলো নিজেদের শক্তিমত্তা ও সামরিক সাফল্য ফলাও করে প্রচার করে এবং মুজাহিদদের মিথ্যা পরাজয়ের সংবাদ ছড়ানোর পাশাপাশি তাদের কুৎসা রটনা করে। আমাদের সহজ-সরল মুসলিম ভাইয়েরা তাগুতের এসব সংবাদ ওহির মতো বিশ্বাস করে বসে। কোনো ধরনের যাচাইয়ের ঝামেলায় তারা যেতে চায় না। মুজাহিদদের পরিচালিত মিডিয়াগুলোর কোনো খবর নেওয়ার প্রয়োজনই তারা বোধ করে না। কাফেররা যা-ই শোনায়, তারা তা-ই খুশি হয়ে মেনে নেয়। ফলে তাদের মনে তাগুত সম্পর্কে কাল্পনিক ভীতি জন্ম নেয় এবং জিহাদের সাফল্যের ব্যাপারে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বিভ্রান্ত আলেমকে দেখা যায়, কাফেরদের সরবরাহকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দরসে বসে ছাত্রদের সামনে মুজাহিদিনে কেরামের যাচ্ছেতাই নিন্দা করে যাচ্ছে। (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মুজাহিদিনের পরিচালিত মিডিয়াগুলো আপনি চেনেন? উত্তর দেবে, এদের আবার মিডিয়া আছে নাকি? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ
تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

‘হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো ফাসেক ও পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। অন্যথায় তোমরা অজ্ঞতাবশত মানুষের ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করবে।’ (সুরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত : ৬)

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর সিংহরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে জিহাদের ঝান্ডা উত্তোলন করেছে। আফগান, সোমালিয়া, কেনিয়া, মালি, সিরিয়া ও ইয়েমেনের মাটিতে কাফেরদের কঠিনভাবে প্রতিরোধ করছে। দাজ্জালি মিডিয়াগুলোও আজ তাদের প্রভুদের ক্রমাগত পরাজয়ের সংবাদ গোপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুজাহিদদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে গ্লোবাল জিহাদের মানহাজ। ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো সংশোধিত হয়ে ক্রমশ নিখুঁত ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে জিহাদের ঝান্ডাবাহী কাফেলার অগ্রযাত্রা।

ইনশাআল্লাহ! আল্লাহর সৈনিকদের এই উত্থান আর থামানো যাবে না। অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলবে সম্মুখপানে। মুজাহিদদের তাজা রক্ত পৃথিবীর জমিনকে জিহাদের জন্য আরও উর্বর করে তুলবে। তৈরি হবে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর এক জান্নাতি পরিবেশ। অবশেষে ইমাম মাহদি এসে হাল ধরবেন এই অসম লড়াইয়ের। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। বিশুদ্ধ আকিদাহ ও সঠিক মানহাজ আঁকড়ে ধরে ইকামাতে দ্বীনের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাওফিক দিন। আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল-অবিচল রাখুন।

লেখক : আলিম, দায়ি, গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لِلشَّـهِيدِ عِنْـدَ اللهِ سِـتُّ خِصَـالٍ: يُغْفَـرُ لَـهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَـةٍ، وَيَـرَى مَقْعَـدَهُ مِـنَ الجَنَّـةِ، وَيُجَـارُ مِـنْ عَـذَابِ القَبْـرِ، وَيَأْمَـنُ مِـنَ الفَـزَعِ الأَكْبَـرِ، وَيُوضَـعُ عَلَى رَأْسِـهِ تَـاجُ الوَقَـارِ، اليَاقُوتَـةُ مِنْهَـا خَيْـرٌ مِـنَ الدُّنْيَـا وَمَـا فِيهَـا، وَيُـزَوَّجُ اثْنَتَيْـنِ وَسَـبْعِينَ زَوْجَـةً مِـنَ الحُـورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ
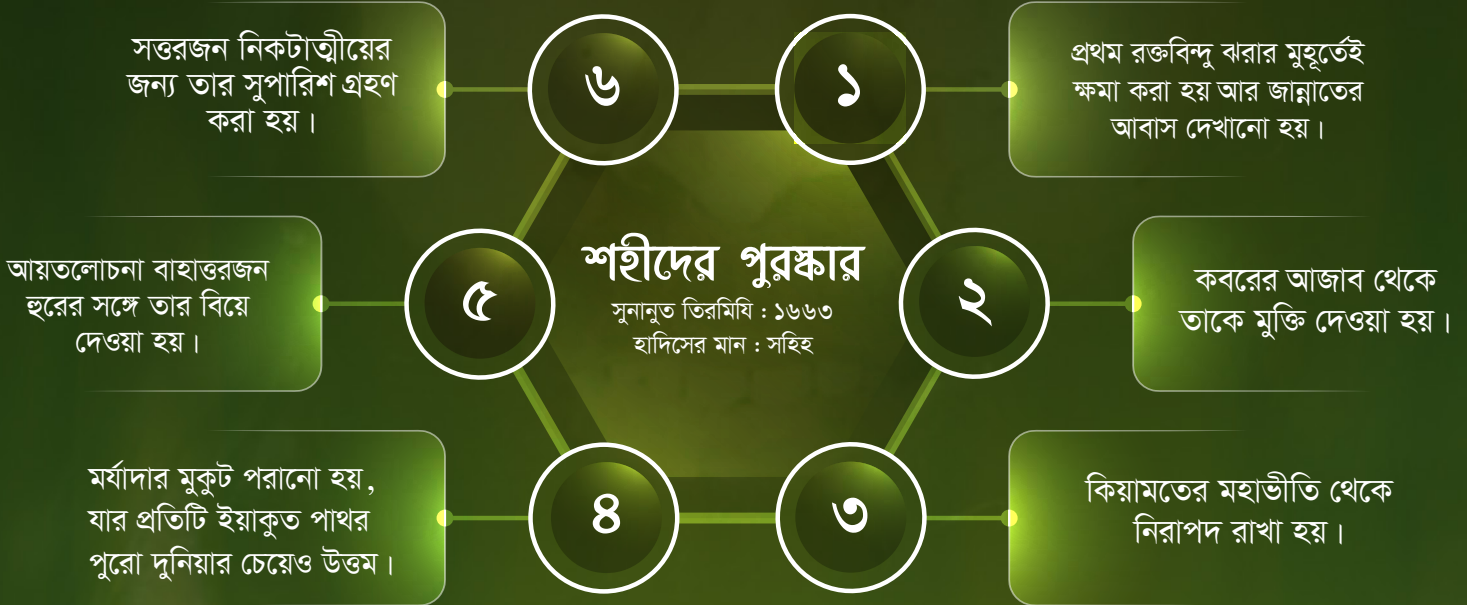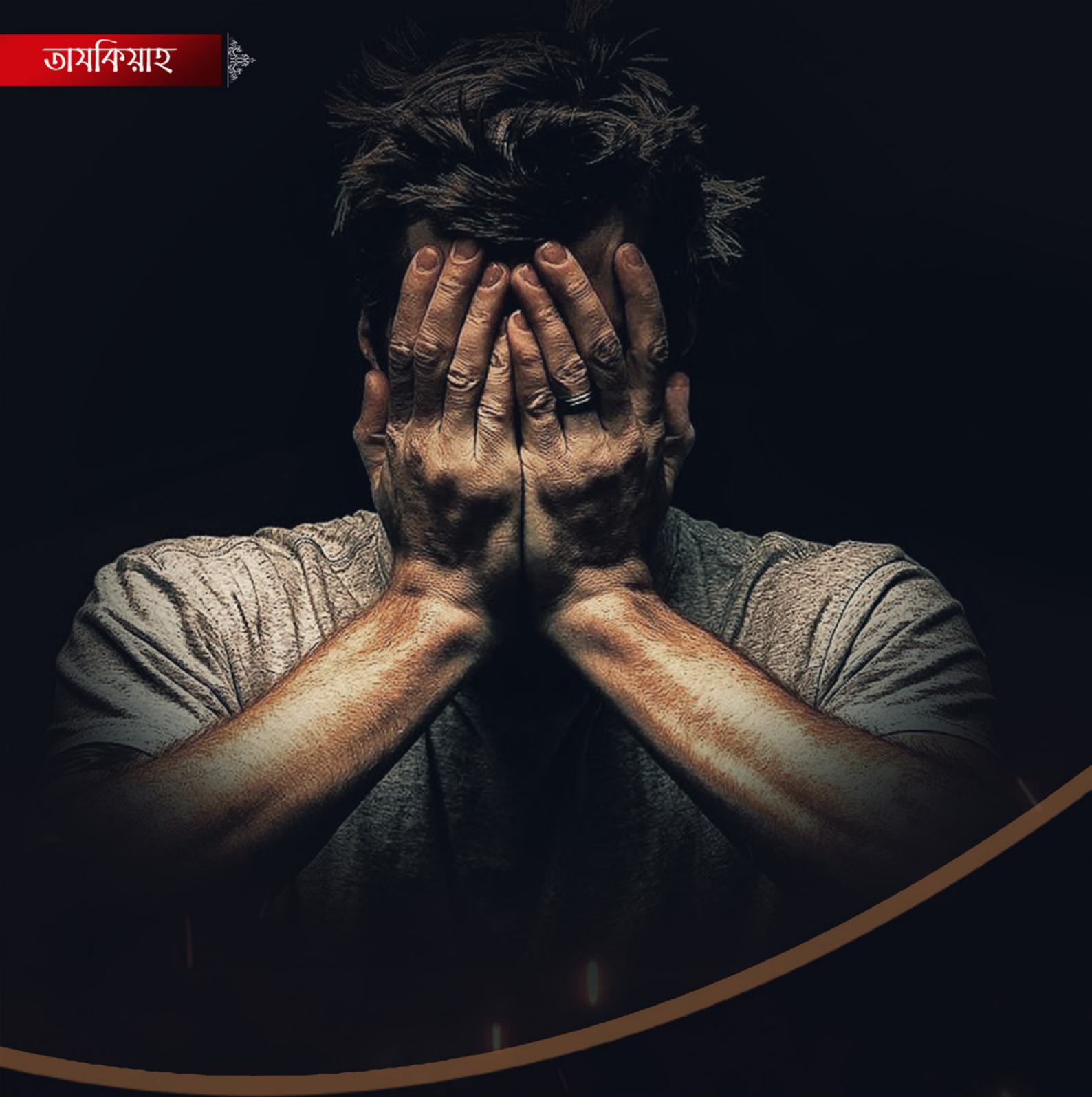
সবকিছুর হিসেব দিতে হবে

শাইখ তামিম আল-আদনানী حفظه الله

প্রিয় ভাই, ভুলে যাবেন না। আপনি যেসব কথা বলছেন আর যেসব কাজ করছেন, সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ভাববেন না, আপনাকে কেউ দেখছে না; আপনার এই গুনাহের খবর কেউ জানবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন,

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢

'অবশ্যই তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত লেখকগণ। তোমরা যা করো, তারা জানে।' (সুরাহ আল-ইনফিতার, আয়াত : ১০-১২)

আপনার প্রতিটি কথা নিমিষেই লেখা হয়ে যাচ্ছে আপনার আমলনামায়। আপনি মিথ্যা বলছেন, মুসলিম ভাইয়ের গিবত করছেন, অন্যের নিন্দা করছেন, কাউকে গালি দিচ্ছেন, কারও অন্তরে আঘাত দিচ্ছেন, কাউকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছেন, আপনি হয়তো খানিক পরেই এসব ভুলে যাবেন, কিন্তু কিরামান কাতিবিন নিখুঁতভাবে সবকিছু লিখে রাখবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨

'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটই রয়েছে।' (সুরাহ কাফ, আয়াত : ১৮)

গুনাহ আপনি যত গোপনেই করুন না কেন ফেরেশতা আপনার সঙ্গেই রয়েছে। আপনি খেয়ানত করছেন, জুলুম করছেন, ব্যভিচার করছেন, ঘুষ নিচ্ছেন সবকিছু লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আপনার সব কৃতকর্ম সংরক্ষণ করে রাখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ

'আল্লাহ তাআলা তার হিসাব রেখেছেন; যদিও তারা তা ভুলে গেছে।' (সুরাহ আল-মুজাদালাহ, আয়াত : ৬)

হাশরের ময়দানে সবকিছুর কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব দিতে হবে। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্মের নিখুঁত বিবরণ-সংবলিত আমলনামা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলবে,

يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا

'হায় আফসোস! এটি কেমন আশ্চর্য কিতাব! ছোট-বড় কোনো আমলই তো এতে বাদ দেওয়া হয়নি। সবকিছুর হিসাব রেখেছে।' (সুরাহ আল-কাহফ, আয়াত : ৪৯)

ছোট থেকে ছোট সাওয়াব আর ছোট থেকে ছোট গুনাহ কিছুই বাদ যাবে না। সবকিছু নিখুঁতভাবে সেদিন হাজির করা হবে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ۝٨

'কেউ অণু পরিমাণ নেক কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ গুনাহের কাজ করলে সে তাও দেখতে পাবে।' (সুরাহ আল-যিলযাল, আয়াত : ৭-৮)

যার আমল ভালো হবে, তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে। সবাইকে সে বলবে,

هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ۝١٩ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠

'নাও! আমার আমলনামাটি একটু পড়ে দেখো! আমি জানতাম যে আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।' (সুরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত : ১৯-২০)

তার স্থান হবে সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, পানাহার করো তৃপ্তির সহিত দুনিয়ার জীবনে যে আমল তুমি করেছ তার বিনিময়ে।

আর যার আমল খারাপ হবে, তার আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। সেদিন তার আফসোসের কোনো শেষ থাকবে না। সে বলবে,

يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ۝٢٩

'হায়, আমার আমলনামা যদি দেওয়াই না হতো! আর আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম! হায়, আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো! আমার ধনসম্পদ আমার কোনো কাজেই এল না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়ে গেছে।' (সুরাহ আল-হাক্কাহ, আয়াত : ২৫-২৯)

ফেরেশতাগণকে বলা হবে, ধরো থাকে। তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।

সতর্ক হোন নিজের আমলের ব্যাপারে। প্রকাশ্যে বা গোপনে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন। বিশেষ করে গোপন গুনাহ থেকে দূরে থাকুন। আপনার রবের ইবাদাতে মনোনিবেশ করুন। সকাল-বিকাল আযকার আদায় করুন। আল্লাহর কাছে গুনাহমুক্ত জীবন-লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন।

মনে রাখবেন, গুনাহে যেমন আনন্দ আছে, গুনাহ পরিত্যাগেও আনন্দ আছে। গুনাহের আনন্দ ক্ষণিকের আর গুনাহ পরিত্যাগের আনন্দ চিরদিনের। গুনাহের সামান্য আনন্দ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে। জীবনভর আপনাকে এই গুনাহের অনুশোচনা তাড়িয়ে বেড়াবে। গুনাহ পরিত্যাগের সুখ সারা জীবন আপনাকে প্রশান্তি দেবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আপনি অনুভব করতে পারবেন গুনাহমুক্ত জীবনের নির্মল আনন্দ। এই আনন্দের কোনো তুলনা নেই। এই সুখের কোনো শেষ নেই।

প্রিয় ভাই, আর দেরি নয়। আজকে থেকেই তিনটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার অঙ্গীকার করুন :

এক. আমল করার সময় খেয়াল রাখুন আপনি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিসীমার আওতায় রয়েছেন।

দুই. কথা বলার সময় খেয়াল রাখুন আল্লাহ আপনার কথা শুনছেন।

তিন. মৌনতা অবলম্বনের সময় মনে রাখুন আল্লাহ আপনার অন্তরের খবর জানেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফিক দিন। (আমীন)

লেখক : আলেম, গবেষক ও দায়ি।

বিভ্রান্তি নিরসন

দুনিয়ালোভী আলেমদের বিভ্রান্তি

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি حفظه الله

ভাষান্তর : মাসউদ সাইফি

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এ কথা জানেন যে, প্রতিটি যুগেই দুই ধরনের আলেম পাওয়া যায়। এক শ্রেণির আলেম হলেন সেই সব মর্দে মুজাহিদ, যারা বাতিল শাসকগোষ্ঠীর হাজারো জুলুম-নির্যাতনের মুখেও হকের ঝান্ডা বুলন্দ রেখেছেন। আর অপর শ্রেণি হলো, ওই সব আলেম, যারা দুনিয়ার লোভে পড়ে দ্বীনকে অল্প দামে বিক্রি করে দিয়েছে, শাসকদের খুশি করতে শরিয়াহকে বিকৃত করেছে। বর্তমান যুগেও আপনি দেখবেন, আল্লাহর পথে বাধাদানকারী দুনিয়ালোভী আলেমদের এই দলটি মানুষকে ফরয জিহাদ ছেড়ে শরিয়াহ থেকে বিচ্যুত শাসকদের আনুগত্য করার হুকুম দেয়। ফলে তারা একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে :

১. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কাফেরদের দখলদারিত্ব স্থায়িত্বে সাহায্য করা।

২. ফরযে আইন জিহাদ থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখা।

৩. শরিয়াহ বহির্ভূত বাতিল শাসনকে শরিয়াহর রঙে রঙিন করা।

৪. মুজাহিদিনকে গালি দেওয়া এবং তাদের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

এই দুনিয়ালোভী আলেমদের অন্যতম কৌশল হলো, তারা আপনাকে বলবে, 'জিহাদ ফরয ও প্রমাণিত এবং এটিই মুক্তির পথ। তবে এখনো তার সময় হয়নি। এখন প্রস্তুতির সময়। এখন দাওয়াত দেওয়ার সময়।'

এ নিয়ে তারা আপনার সঙ্গে কঠিন ঝগড়া করবে। দরসে উল্টাপাল্টা কথা বলে ছাত্রদের বিভ্রান্ত করবে। তবে একটি কঠিন প্রশ্ন থেকে তারা সর্বদা পালিয়ে বেড়ায়—সুদীর্ঘ এক শতাব্দী লাঞ্ছনার পরও কেন কোনো ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়নি!? এ প্রস্তুতি কখন শেষ হবে!? তাদের কাছে কোনো জবাব নেই। কারণ, তাদের এ প্রস্তুতির কোনো শেষ নেই। বরং তারা প্রস্তুতি নিতেও রাজি হয় না। তারা বলবে, 'আমাদের জিহাদের শক্তি নেই', কিন্তু শক্তি সঞ্চয়ে তারা ব্রতী হয় না। এটি কেবল একটি অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴿٤٦﴾

'আর যদি তারা বের হওয়ার সংকল্প করত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত।' (সুরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত : ৪৬)

তাদের দায়িত্ব ছিল, মানুষের আকিদাহ শুদ্ধ করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যেভাবে বিশুদ্ধ তাওহিদ অবতীর্ণ হয়েছে এবং যেভাবে সালাফগণ বর্ণনা করেছেন, সেভাবে বর্ণনা দেওয়া। কিন্তু আফসোস! তারা কিছু বলে আর কিছু গোপন করে।

তাওহিদ নিয়ে যখন তারা আলোচনা করে, তখন তাদের আলোচনাজুড়েই থাকে সাধারণ মানুষ ও দুর্বলদের বিচ্যুতির কথা। তাগুত শাসকদের ইসলাম থেকে বের হওয়া, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাথে তাদের সখ্যতা ইত্যাদি তাদের আলোচনায় আসে না। আশ্চর্য কথা হলো, বিগত এক শতাব্দীকাল ধরে মুসলিমবিশ্ব ভিনদেশি আগ্রাসনের স্বীকার। ক্রুসেডারদের এ সামরিক উপস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হঠাৎ কিংবা তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়; বরং তা এক শ বছরেরও বেশি সময়ের নিরবচ্ছিন্ন গোলামির ফল। তবুও আমরা এসব বুদ্ধিজীবী থেকে বিরল দু-একটি ইঙ্গিত-ইশারা ব্যতীত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিক্রিয়া পাই না।

তারা মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলেই অভিযোগ তোলেন যে, 'মুজাহিদগণ জাতিকে কল্যাণকর কিছুই দিতে পারে না। তাদের কল্যাণের তুলনায় অনিষ্টের পাল্লাই ভারী।' তবে তারা একটি প্রশ্নের উত্তর কখনো দেয় না—ভালো কথা! তো তোমাদের প্রস্তাবিত জিহাদের পদ্ধতি কোনটি? যেখানে ক্ষতি নেই, শুধু লাভই লাভ!? তাদের জবাব হবে, জিহাদ ছেড়ে দাও। আপনি যখন তাদেরকে প্রশ্ন করবেন, আচ্ছা! আমরা ধরে নিলাম, মুজাহিদগণ জিহাদ থেকে বিরত থাকল, সবাই ময়দান ছেড়ে ঘরে এসে আপনাদের মতো ঠায় বসে রইল; তখন কি ইসলামের শত্রুরা মুসলিম উম্মাহর ওপর সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকবে?

ফিতনা-ফাসাদ কি উধাও হয়ে যাবে?

ইহুদিরা কি ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যাবে?

ইসরাইল কি ফিলিস্তিনকে ইহুদিকরণ, মসজিদে আকসা ধ্বংসকরণ, গ্রেট ইসরাইল প্রতিষ্ঠাকরণ বন্ধ করবে?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কি তাদের ভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসবে?

অশ্লীলতার প্রচারকারীরা কি তাওবাহ করে ভালো মানুষ হয়ে যাবে?

তাগুত শাসকরা কি গদি ছেড়ে দেবে? জেলখানার দরজা খুলে দেবে? তাদের জল্লাদগুলোকে কি মানুষহত্যা থেকে বিরত রাখবে??

তারা কি কিছু করবে? কিছুই কি তারা করবে?? করবে কি তারা কিছুই???

অতঃপর এসব প্রশ্নে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে যুবকদেরকে তারা বলে, কেন তোমরা পড়ালেখায় মনোযোগ দিচ্ছ না? কেন তোমরা কাফেরদের সাথে বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নিচ্ছ না?

কেন তোমরা মাদরাসা, এতিমখানা ও হাসপাতাল নির্মাণে ব্রতী হচ্ছ না?

কেন তোমরা সহিহ আকিদাহর দাওয়াত দিচ্ছ না?

মনে হবে, তারা আমাদেরকে আকিদাহশুদ্ধির দাওয়াত দিচ্ছে। আসলে তাদের দাওয়াতের সারকথা হলো, তোমরা কেন জিহাদ থেকে বিরত থাকছ না? এটি একটি আকিদাহগত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী রোগবিশেষ। এটিকে বেশি ভয় করতে হবে। কারণ, এর পরিণাম হলো শুধু হারানো, ক্ষতি, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পণ।

তাদের দাওয়াতের সারকথা হলো, মুজাহিদিনকে জিহাদ থেকে বিরত রাখা, ময়দান থেকে মুজাহিদ শার্দুলদের সরিয়ে দেওয়া; যাতে হানাদার বাহিনী নিরাপদে থাকতে পারে, তাদের গায়ে একটি কাঁটাও যেন না বিঁধে। তাই তো ইসলামের শত্রুরা এ শ্রেণিকে সুনজরে দেখে এবং সরকারকে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে ইঙ্গিত দেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দুনিয়ালোভী আলেমদের ফিতনা থেকে হেফাযত করুন।

[শাইখের অমূল্য গ্রন্থ 'আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' থেকে চয়িত, অনূদিত ও পরিমার্জিত]

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ﴿٤﴾

‘আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে।’ (সুরাহ আস-সাফ, আয়াত : ৪)

শাইখ হারিস আন-নাযযারি

এক আলোকিত শহীদের স্মৃতিচারণ

মূল : শাইখ ইবরাহিম আর-রুবাইশ ﷺ ভাষান্তর : মুআয মুহাম্মাদ

لَقَدْ أَدْرَكَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْمُخْلِصُوْنَ فَضْلَ الْجِهَادِ وَالِاسْتِشْهَادِ، فَنَفَرُوْا وَالْعَوَائِقُ فِيْ طَرِيْقِهِمْ، وَالْأَعْذَارُ حَاضِرَةٌ لَوْ أَرَادُوْا التَّمَسُّكَ بِهَا، وَلَكِنْ بَاعُوْا أَنْفُسَهُمْ لَهُ، يَبْتَغُوْنَ رِضْوَانَ اللهِ، فَفَتَحَ اللهُ لَهُمُ الْقُلُوْبَ قَبْلَ فَتْحِ الْأَرْضِ، وَأَعَزَّ بِهِمْ كَلِمَةَ اللهِ وَأَعَزَّهُمْ بِكَلِمَةِ اللهِ

'জিহাদ ও শাহাদাতের ফযিলত মুখলিস মুমিনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাই শত বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে। প্রস্তুত আছে অসংখ্য অজুহাত, তারা চাইলে সেগুলোর দোহাই দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তারা নিজেদের বিক্রয় করে দিয়েছে। ফলে ভূখণ্ডের সীমানা খোলার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য অন্তরসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কালিমাকে সম্মানিত করেছেন তাদের মাধ্যমে। আর কালিমার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন তাদেরকে।'

-শাইখ হারিস বিন গাযি আন-নাযযারি ﷺ

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত হোক, আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক শ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদের অনুসরণ করবে সকলের ওপর।

শিরকের মূলোৎপাটন ও আল্লাহর ইবাদাতের বাস্তবায়নে জিহাদ ও দাওয়াত একে অপরের পরিপূরক। একজন মুজাহিদের জিহাদ যদি এই দ্বীনের প্রসার ও তার দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের ষড়যন্ত্র নির্মূলের উদ্দেশ্যে না হয়, তাহলে সে আল্লাহর পথের মুজাহিদ নয়। পক্ষান্তরে, দায়ির দাওয়াত সাফল্যের চূড়ান্তে পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ না সেটির সুরক্ষা দিতে পারে—এমন কোনো শক্তি তার সাথে মিলিত হয়। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ
حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

'কিয়ামতের পূর্বলগ্নে আমাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে, যাতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা হয়, যাঁর কোনো শরিক নেই।' (মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ৫১১৫)

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে একদল আলেম মুজাহিদের কীর্তি, যারা লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে যেমন জিহাদ করেছিলেন, ঢাল-তলোয়ারের জিহাদেও ছিলেন অগ্রভাগে। তারা ইলমের চর্চা, প্রসার আর আল্লাহর পথে দাওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। জিহাদের ডাক শুনতে পেলেই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনে শাহাদাতলাভের বাসনায় ছুটে যেতেন। জীবনবাজি রেখে প্রমাণ দিতেন তাদের দাওয়াত ও পয়গাম কতটুকু খাঁটি!

সাহাবায়ে কেরাম রা. জিহাদে বের হওয়ার সময় কারি ও আলেমদেরকে সঙ্গে নিতেন। অন্যদের মতো তাদেরও পোহাতে হতো নানা ক্লেশ ও দুর্ভোগ। তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল শুধুই সর্বোচ্চ অবিচলতা ও আন্তরিকতা; কেননা তাঁরা কুরআনের বাহক। আল্লাহ নিজ কিতাবের মাধ্যমে তাঁদের সম্মান দান করেছেন। ইতিহাসে অমর হয়ে আছে ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস, আবু হুরাইরা, আবু মুসা আশআরি রা. প্রমুখ উলামায়ে সাহাবার জিহাদের বর্ণনা। তাঁদের মতোই দাওয়াত ও জিহাদের সমন্বিত পথে চলেছেন অসংখ্য আলেম মুজাহিদ। সিরাতের কিতাবসমূহ তাদের কীর্তিগাথায় ভরপুর—ইলমচর্চা, শিক্ষাদান, দাওয়াত, জিহাদ কোনোটিই বাদ নেই। এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর অনুগ্রহে প্রকৃত আল্লাহভীরু আলেমগণ মহান পূর্বসূরিদের কাফেলায় শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছেন। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম, শাইখ আনওয়ার শাবান, শাইখ আবু আমর আস-সাইফ, শাইখ ইউসুফ আল-উওয়াইরি, শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি, শাইখ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবি আরও অগণিত উলামা, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। জাজিরাতুল আরবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন শাইখ আনওয়ার আওলাকি, শাইখ মুহাম্মাদ উমাইর, শাইখ যাইদ আদ-দাগারি, শাইখ আদিল আল-আব্বাব, শাইখ আহমাদ ফুরহুদ প্রমুখ। আল্লাহ তাআলা সবার ওপর রহমত নাযিল করুন।

কিছুদিন পূর্বে আলেম মুজাহিদগণের মিছিল থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন সীমাহীন ধৈর্যের অধিকারী বিশিষ্ট মুজাহিদ শাইখ হারিস বিন গাযি আন-নাযযারি। মার্কিন ড্রোন হামলায় তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। অবিচল ধৈর্য ও সাওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে তিনি ময়দানে এগিয়ে এসেছিলেন, আর পিছু হটেননি, জিহাদরত অবস্থায় শহীদ হয়ে আপন রবের সাথে মিলিত হয়েছেন। আমরা তাঁকে এমনই জানি, তাঁর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই জানেন। শাইখ হারিস যে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে গড়ে উঠেছেন, সেটা অজানা নয়। তাদের নিকট শাইখের কদর ছিল অনেক বেশি। এমনকি ইলমি পাণ্ডিত্যের কারণে তাঁকে 'আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ' বা বিস্তৃত গ্রন্থাগার বলা হতো। একপর্যায়ে তাঁর নিকট সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে তিনি দ্বীন কায়েমের মানহাজ হিসেবে জিহাদের পথ বেছে নেন, জিহাদের দুর্গম পথে আপতিত বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করেন, বরণ করেন যত দুঃখ-কষ্ট।

ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় অবস্থানকালে শাইখ রহ. যে হক উপলব্ধি করেছিলেন, তার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। শত্রুশক্তির কাছাকাছি অবস্থান তাঁকে দাওয়াতপ্রদান থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বিভিন্ন মাসআলায় শরয়ি পর্যালোচনা লিখে তিনি মুজাহিদদের নিকট প্রেরণ করতেন। এর মধ্যে (**كشف شبهات الديمقراطيين وكسر طاغوت اليمن**) তথা গণতন্ত্রপন্থিদের সংশয় নিরসন ও ইয়েমেনের তাগুতের ধ্বংস শিরোনামে একটি কিতাবও রয়েছে। এটি ইয়েমেনের জাতীয় সংবিধানের ওপর শরয়ি গবেষণা ও গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানকারীদের খণ্ডন।

আল্লাহর পথে তিনি বারবার কারাবরণ করেন। এটি তাঁকে জিহাদের পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারপর তাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজ পথে অভিযানে বের হওয়ার তাওফিক দান করেন। দায়ি, শিক্ষক, মুজাহিদ ও মুরব্বি হিসেবে মুজাহিদিনের কাতারে তিনি শামিল হয়ে যান। ইলম অর্জন ও শিক্ষাদানে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের ভূমিকা লাইব্রেরি ও শিক্ষাঙ্গনের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি ছিলেন মসজিদে খতিব, মিডিয়ায় আলোচক, লাইব্রেরিতে গবেষক, শরিয়া কোর্সসমূহে শিক্ষক—সর্বোপরি জিহাদের ময়দানে সদা সতর্ক লড়াইরত বীর মুজাহিদ! সম্মুখসারিতে তিনি লড়াই করেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন একাধিক যুদ্ধে। তিনি একটি আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করে শহীদ হওয়ার তাওফিক কামনা করতেন।

সত্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেতনার পাশাপাশি জিহাদি কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও তাতে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহের সংশোধনে তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করতেন, তালিম-তারবিয়তের দায়িত্ব আদায় করতেন, সাবধান করতেন ভুল-ত্রুটি ও বক্রপথ থেকে। তাঁর কাছে কেউই উপদেশের ঊর্ধ্বে ছিল না। তিনি নেতৃবর্গকে নাসিহাহ করতেন, তাদের মধ্যে

শাইখ আবু বাসির নাসির আল-উহাইশি ﷺ

সবার প্রথমে ছিলেন শাইখ আবু বাসির নাসির আল-উহাইশি রহ. (একিউএপির আমির ২০০৯-২০১৪)। কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে তিনি কঠোর ব্যবহারও করেছেন। এই কাজটি তিনি নিছক ছিদ্রান্বেষণের জন্য করেননি, জিহাদ পরিত্যাগকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যেমন অনেকে ভুল ধরার চেষ্টা করে, সে রকমও নয়। বরং তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যাতে আল্লাহর কালিমা জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক জিহাদি কার্যক্রম সঠিক পথে অগ্রসর হয়।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন। জীবনের শেষভাগে তিনি মানুষের সমালোচনার শিকার হন। তারা অন্যায়ভাবে তাঁর দোষচর্চা করতে থাকে। কেউ বলে, তিনি প্রান্তিকতার শিকার; আর কেউ বলে, তিনি মুরজিয়া। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জানামতে তিনি ছিলেন উভয় প্রকার অপবাদ থেকে মুক্ত, সত্যের পথে অবিচল, দ্বীনের ব্যাপারে আপসহীন। আমি তাঁকে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ওপর অন্য কারও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে দেখিনি। তাঁর ব্যাপারে এই আমার ধারণা।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ আল্লাহওয়ালা আলেমদের অংশগ্রহণে সংগঠিত হওয়া আবশ্যক। একইভাবে সত্যিকার আলেমগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শাহাদাতলাভের আকাঙ্ক্ষায় জিহাদে যোগদানের প্রতি মুখাপেক্ষী। একজন আলেম বলতে পারেন না, 'জিহাদের আমাকে কী প্রয়োজন?' কারণ তিনি জিহাদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন, জিহাদ আলেমের অপেক্ষায় বন্ধ থাকে না।

জিহাদে আলেমের ভূমিকা কেবল লাইব্রেরিতে বসে ফতোয়া ও দিকনির্দেশনা প্রদানে কিংবা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও দূর থেকে পর্যবেক্ষণে সীমাবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়। বরং অবশ্যই তাদের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা উচিত। জিহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথে আস্বাদন করা উচিত ভয়, ক্ষুধা ও নির্বাসনের কষ্ট। আলেমরা যখন এটি করেন, উম্মত বিজয়লাভের উপযুক্ত হয়ে যায়।

প্রত্যেক জাতিই তাদের আলেমগণকে নিজেদের আদর্শ মনে করে। তারা কোনো ভালো কাজ করলে তাদের অনুসরণ করে, অন্যথায় তাদেরকে ছাড়িয়ে নিজেরাই এগিয়ে যায়। বর্তমানে অনেক মানুষ জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার কারণ হলো, তারা আলেমদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করছে। এ যুগে তারা যখন অনেক আলেমকে দেখে—এমনকি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোকটিও দূর থেকেই কেবল পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে—তারা হাত গুটিয়ে নেয়, মনে মনে বলে, এতে যদি কল্যাণ থাকত, তারা আমাদের আগেই যোগ দিতেন। এভাবেই মুসলিম ভূখণ্ডগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ পরিণতির দিকে।

উম্মাহর এখন প্রয়োজন একদল নিষ্ঠাবান আলেম, যারা কল্যাণের পথে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেবেন, নানা দুর্যোগ প্রতিহত করতে যারা এগিয়ে আসবেন। উম্মাহর নির্মল ভবিষ্যতের স্বার্থে তারা বরণ করবেন যত পঙ্কিলতা। সর্বস্ব বিলিয়ে দেবেন, শাহাদাতের বাজার থেকে যেকোনো মূল্যে শাহাদাতের সওদা করবেন। যেন পরবর্তীকালে উম্মাহ শরিয়তের ছায়াতলে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারেন।

একজন আলেমে রব্বানির ইমাম ও আদর্শ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যিনি অন্যদের মতোই জিহাদে অংশ নিতেন। উপরন্তু তিনি বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

'যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, আমি কখনো আল্লাহর পথে জিহাদরত মুজাহিদ বাহিনীর পেছনে বসে থাকতাম না।' (মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ৮৯৮২)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং ভয়ংকর সব স্থানে ছুটে যেতেন। বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করতেন বিপদসংকুল পরিস্থিতি। সাহসী সাহাবিগণ তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি পরিখা খনন করতেন, ইট বহন করতেন নির্মাণকাজে। তাঁদের সঙ্গে ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং সামান্য খাবার ভাগাভাগি করে নিতেন। ভয়ংকর পরিস্থিতিতে তাঁদের সঙ্গ দিতেন, সুসংবাদ দিতেন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে। তাঁরা নিশ্চিন্ত হতেন, নিরাপদ বোধ করতেন। ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাফেলাকে এভাবেই গড়ে তুলেছেন তিনি। একজন আলেম যদি চান, তাঁর বাণী ছড়িয়ে পড়ুক, সবাই তা গ্রহণ করুক, তাহলে তার প্রচারে তাকেই সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তার রক্তের হরফে যখন তা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যুগপরম্পরায় তা ধারণ করবে আর আল্লাহর বান্দাদের কাছে সে বাণী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাসকারী আলেমের দাওয়াত, বিপদ বা কুরবানি যার ভাগ্যে নেই—তিনি বিপুল সংখ্যক ভক্ত জোটাতে পারবেন, নিজের দাওয়াতের জন্য মূল্যবান শক্তি ও সময় ক্ষেপণ করবেন ঠিকই; কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জিহাদ তো দূরের কথা, তাদের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেওয়ার কথাও কল্পনা করতে পারবেন না।

সেই দাওয়াত যা তাগুতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রেখে প্রসার লাভ করে, তা এমন সব দায়িরই জন্ম দেয়, যারা তাগুতের আনুগত্য স্বীকার করে। তাগুত যখনই কোনো সীমারেখা টেনে দেয়, তারা বিধিনিষেধের সামনে মাথা পেতে দেয়। এভাবে তারা এমন স্থানে পৌঁছে যায় যে, আল্লাহর শত্রুদের ভয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ থেকেও তারা সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। তারা ঘোষণা করে, জিহাদ ও মুজাহিদিন থেকে তারা সম্পর্কহীন, জিহাদ তাদের দ্বীনের অংশ নয়। মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি তরলীকরণের চেষ্টা করে। এসব কিছুর পেছনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যুভীতি।

সাবধান! প্রত্যেক আলেম যেন নিজের অন্তর নিরীক্ষণ করেন, নিজেকে সিরাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন। আলেম মুজাহিদরূপে নিজেকে গড়ে তুলেন—এটিই রাসুলের সুন্নাহ। সুন্নাহবিবর্জিত পন্থায় কোনো কল্যাণ নেই।

হে আল্লাহ, শাইখ হারিস আন-নাযযারিকে আপনার রহমতের প্রশস্ত চাদরে ঢেকে দিন। তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং শহীদগণের সুউচ্চ মানজিলে পৌঁছিয়ে দিন। তাঁকে স্থান দিন নবি, সিদ্দিক, শহীদ ও পুণ্যবানদের সঙ্গে। আর আমাদেরকেও ফিতনামুক্ত অবস্থায় সম্মানের সঙ্গে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

[রবিউস সানি ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঈসায়ি, মালাহিম মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত শাইখ ইবরাহিম ইবনু সুলাইমান আর-রুবাইশ রহ.-এর একটি ভিডিও বার্তার বঙ্গানুবাদ]

সংশয় নিরসন
বর্তমানে জিহাদ করার অর্থ কি
ফিতনা
সৃষ্টি করা?
ইসমাঈল নাজীব

সংশয় : জিহাদের মূল উদ্দেশ্য পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। অতএব, জিহাদ ছাড়াই যেহেতু বর্তমানে জাতিসংঘের নেতৃত্বে সারা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে, তাই এ মুহূর্তে জিহাদ করা মানে ফিতনা সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ফিতনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক।'

নিরসন : আমাদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে জাহালত ও অজ্ঞতা দিন দিন বাড়ছে। নইলে এত জঘন্য সংশয় ও বিভ্রান্তি আমাদের মনে স্থান পাওয়ার কথা নয়। বস্তুবাদ আমাদের মন-মগজে স্থায়ীভাবে আসন গেঁড়ে বসেছে। পার্থিবজীবনের প্রাচুর্য ও শান্তির লালসা আমাদের অন্তরে নিফাকের জন্ম দিয়েছে। এখন আখিরাতের সাফল্য ও মুক্তির চেয়ে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই আমাদের পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠাই এখন আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আল্লাহর বিধানসমূহকে এড়িয়ে চলার জন্য কত রকমের সংশয় ও বিভ্রান্তিই না আমরা তৈরি করি।

প্রথমে আমাদের জানতে হবে জিহাদের উদ্দেশ্য কী? যদি উদ্দেশ্যগুলো ইতিমধ্যেই জিহাদ ছাড়া পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জিহাদ পরিত্যাগের পক্ষে একটি যুক্তি অন্তত পাওয়া যেতে পারে। কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জিহাদের যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা এসেছে, তার মধ্য থেকে আমরা তিনটি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব,

১. (إِعْلَاءُ كَلِمَةِ الله وإِظْهَارُ دِيْنِه) অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করা :

জিহাদের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, মানবরচিত সকল ধর্ম ও মতবাদের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করা। অন্যকথায়, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা। জিহাদের সংজ্ঞা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. জিহাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ

'শরয়ি পরিভাষায় জিহাদ হলো, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা।' (উমদাতুল কারি, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৫)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (কুফর ও শিরক) দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' (সুরাহ আল-আনফাল, আয়াত : ৩৯)

একটু চিন্তা করে দেখুন! বর্তমানে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব ও আইন কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? সকল মানবরচিত মতবাদ ও বাতিল ধর্মের ওপর ইসলামের বিজয় কি সূচিত হয়েছে? নাকি ইসলাম এখন পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত ধর্ম? সুতরাং যারা জিহাদ বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে আওয়াজ তুলছেন, তাদের কি আমরা কাফেরদের দোসর বলব না? শয়তানের অনুসারী বলব না? বর্তমানের মুসলিম নামধারী শাসকরাই ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু; আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তারা কোন শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে এই পৃথিবীতে?

২. (كَسْرُ شَوْكَةِ الْكُفَّارِ) অর্থাৎ কাফেরদের শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করে দেওয়া :

এটি জিহাদের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। মানুষের স্বভাব হলো, তারা বিজয়ী ও শক্তিমান দল ও গোষ্ঠীর অনুসরণ করে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতির অনুসরণ করে। কুফরি শক্তি যদি বিজয়ী থাকে, তবে কাফেররা মুসলমানদেরকে জোরপূর্বক তাদের ধর্মে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

'আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষ দিনের প্রতিও বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না—তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া কর দেয়। (সুরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত : ২৯)

এবার বলুন! বর্তমান পৃথিবীতে কাফেরদের শক্তি ও দম্ভ কি চূর্ণ হয়েছে? নাকি তারাই এখন সুপার পাওয়ার? কাফেরদের ওপর মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে? নাকি তারাই বিজয়ী? তারা কি লাঞ্ছিত অপদস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করছে? নাকি সব সম্মান ও মর্যাদা তাদের জন্য বরাদ্দ? সুতরাং এখন যারা জিহাদ বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে আওয়াজ তুলছেন, তারা তবে কার পক্ষে কথা বলছেন? রহমানের পক্ষে না শয়তানের পক্ষে?

৩. (رَدُّ الْعُدْوَانِ وَنُصْرَةُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ) জুলুমের অবসান এবং দুর্বল ও নির্যাতিতদের সাহায্য :

পৃথিবী থেকে জুলুম ও অন্যায়ের অবসান ঘটানো এবং লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানবতার সাহায্য জিহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না সেই সব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে—যারা বলে হে আমাদের রব, আমাদের এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, যার অধিবাসীরা জালেম। আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দিন।' (সুরাহ আন-নিসা, আয়াত : ৭৫)

একটু ভাবুন! আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগান, ইরাক, উইঘুর, ইয়েমেন, সিরিয়া, আফ্রিকাসহ প্রায় গোটা পৃথিবীতে কি আজ মুসলমানরা পশুর মতো নির্যাতিত হচ্ছে না? তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে না? সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের আর্তচিৎকারে কি আজ আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে না? ফুলের মতো শিশুদের নিষ্পাপ দেহ কি বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে না? মুসলিম জনপদগুলো আজ কি আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে না? পৃথিবীর কোথায় মুসলমানরা শান্তিতে আছে?

সুতরাং এখন যারা জিহাদ বন্ধের কথা বলছে, তাদের চেয়ে বড় মুনাফিক বড় জালেম আর কে হতে পারে? কোথায় কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে? শয়তানের আখড়া কুফফারসংঘ? না জালেম আমেরিকা? না রক্তখেকো চীন? না নরপিশাচ রাশিয়া?

হাদিসে এসেছে,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

‘আমার উম্মতের একদল লোক সত্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে।’ (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৬)

অপর হাদিসে এসেছে,

الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ
آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

‘আমাকে রাসুল হিসেবে পাঠানোর পর থেকে জিহাদ চালু রয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। অবশেষে উম্মতের জিহাদকারী সর্বশেষ দল দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার কিংবা কোনো ন্যায়পরায়ণের ইনসাফ এটিকে রহিত করতে পারবে না।’ (সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ২৫৩২)

এখান থেকে বোঝা গেল, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলবে। কোনো রাষ্ট্রনায়কের শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন এটিকে বন্ধ করতে পারবে না। যারা কুফফারসংঘের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিহাদের বিরুদ্ধে বলেন, তারা এই হাদিসগুলোর কী উত্তর দেবেন?

যারা জিহাদকে ফিতনা বলছেন, তারা জেনে বা না জেনে ঈমান-বিধ্বংসী কথা বলছেন। জিহাদ কখনো ফিতনা নয়। বরং ফিতনা নির্মূল করার জন্যই জিহাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

‘আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।’ (সুরাহ আল-আনফাল, আয়াত : ৩৯)

রঈসুল মুফাসসিরিন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, ‘এখানে ফিতনা মানে শিরক।’ তাই যেসব ভাই জিহাদকেই ফিতনা বলছেন, জিহাদ বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, তাদের নিজেদের ঈমান নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার তাওফিক দিন। (আমীন)

মুজাহিদ উলামা-উমারাদের ঈমানদীপ্ত বয়ান, তাওহিদ ও জিহাদবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি, কাফেরদের সাথে মুজাহিদদের চলমান লড়াইয়ের প্রকৃত সংবাদ ও বিশ্বের নানা প্রান্তের মাজলুম মুসলিমদের খবরাখবর জানতে ভিজিট করুন :

alfirdaws.org

dawahilallah.com

gazwah.net
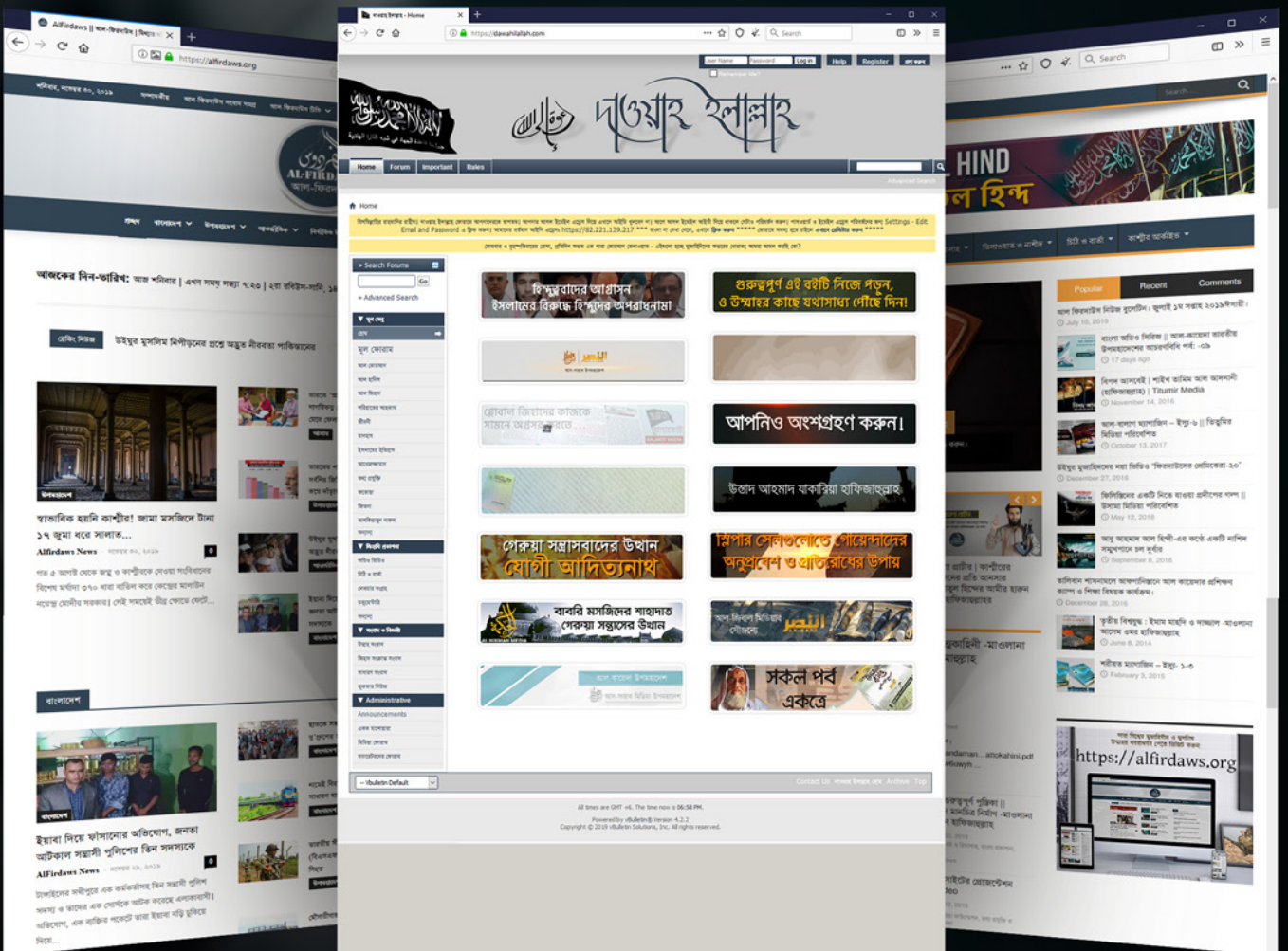
প্রেরণার বাতিঘর
ভোরের বাতাসে আজও
পাই তোমার সৌরভ
শাইখ আবু হুযাইফা আস-সুদানি
ভাষান্তর : নাসীম মাহমুদ

কত দিন হয়ে গেল তুমি নেই। কিন্তু তোমার স্মৃতি? সে তো অমলিন এই হৃদয়ে। আজও বুকজুড়ে বিরহের সুর তোলে তোমার বিয়োগব্যথা। হৃদয়ের গহীনে কোথাও যেন বিঁধে আছে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা—ফোঁটায় ফোঁটায় যেন গড়িয়ে পড়ে টকটকে লাল রক্তবিন্দু। অন্তরের যে উচ্চতম আসন তুমি অলংকৃত করতে, সেটি আজও শূন্য পড়ে আছে। আনমনে উল্টে যাই স্মৃতির পাতাগুলো—খুঁজে বেড়াই তোমার একটি হাসিমাখা শুভ্র ছবি। কখনো খুশির হাওয়ায় কখনো বেদনার ঝাপ্টায় হারানো দিনের অনুপম দৃশ্যগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হৃদয়ের রুপোলি পর্দায়।

কীভাবে ভুলি তোমায়? সেই আলোকিত ভালোবাসা আজও দোলা দেয় আমার মনে। তোমার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ আজও সুধা বর্ষণ করে আমার কর্ণকুহরে। ভালোবাসার রক্তিম সূর্য যেন প্রতিদিন উদিত হয় আমার হৃদয়-দিগন্তে। তারই আলোয় বিমোহিত আমি গাফলতির ঘুম ভেঙে জেগে উঠি বারে বারে। কত ভালোবাসি তোমায় হে শাইখ, আমার আল্লাহ জানেন। কীভাবে লুকিয়ে রাখি এই ভালোবাসা! আমার হৃদয়ের বাঁধ যে ধসে যায়। প্রতিদিন ভোরের বাতাসে আজও আমি পাই তোমার সৌরভ হে উসামা!

ইলম ও আলেমপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব

শাইখ উসামাকে আল্লাহ রহম করুন। আলেমদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন—বড়ই সমাদর করতেন। তাঁদের সান্নিধ্যে থাকতে, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত শুনতে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। কতবার তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন মক্কা-মদিনার দেশে আহলে ইলমদের কাছে! অন্যদেরও পাঠাতে দেখেছি অসংখ্যবার। তিনি আলেমদেরকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলতেন। তাঁদেরকে হিজরত করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে অনুপ্রাণিত করতেন। একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, 'একজন বড় আলেম যদি আমাদের কাছে চলে আসেন, তবে আলে সৌদের সিংহাসন উল্টে যাবে।'

প্রফুল্ল হৃদয়ের এক উদার মানুষ

একবার তিনি শাইখ হামুদ আল-উকলা রহ.-এর কাছে কী একটা ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে চিঠি পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। চিঠিটি লেখার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। আমি কোনো কারণে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিলাম। আমি শাইখকে বললাম, 'শাইখ আমাকে যদি চিঠি লেখার কাজ থেকে অব্যাহতি দিতেন—ভাড়া করে আনা শোকপ্রকাশকারী কখনো সন্তানহারা মায়ের মতো শোকাতুর হবে কি?! (আপনার মনের ব্যথা যথার্থভাবে আমার দ্বারা প্রকাশ করা কি সম্ভব!?) আমার কথা শুনে শাইখ হাসিতে যেন ফেটে পড়বেন। তিনি দ্রুত দুহাতে মুখ চেপে ধরলেন, যেন হাসির আওয়াজ শোনা না যায়। তিনি কখনো উচ্চস্বরে হাসতেন না। কেবল মুচকি হাসতেন। হাসতে গিয়ে কখনো তার ভেতরে জিভ দেখা যেতে আমি দেখিনি। আল্লাহর কসম, সেদিন আমি কী নিয়ে খুশি হবো বুঝতে পারিনি—চিঠি লেখা থেকে অব্যাহতি পাওয়া নিয়ে নাকি শাইখকে খুশি করতে পারা নিয়ে।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ এক নেতা

ইলমের পরিমণ্ডলে শাইখ উসামার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা ছিল, যার মাধ্যমে তিনি শরিয়াহর দলিলগুলো পর্যালোচনা করতে পারতেন এবং বহু মতের মধ্য থেকে সঠিক মতটি গ্রহণ করতে পারতেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় ধরনের জ্ঞান দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। একবার জিহাদবিষয়ক একটি মাসআলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি পর্যালোচনা করছিলাম। আমি তাঁকে বললাম, শাইখ, অমুক শাইখ তো তাঁর অমুক কিতাবে এই এই বলেছেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আমি তাঁর রায় পড়েছি; কিন্তু তা আমি গ্রহণ করিনি।' আমি শাইখ উসামার এই বিরোধিতা দেখে আশ্চর্য হলাম। অথচ ওই সময় অনেক মানুষ ওই শাইখের অনুসরণ করত।

একজন প্রাজ্ঞ সমরবিশারদ

শাইখ উসামা অভিজাত সমরবিশারদ ছিলেন। রণনৈপুণ্য ও সামরিক কৌশল নিয়ে তাঁর আলোচনা শুনলে বুক টানটান হয়ে যায়। মনে হয় কোনো সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রশিক্ষক ছাত্রদের সামনে লেকচার দিচ্ছেন। তাঁর উচ্চারিত শব্দমালা হৃদয়ে যেন সুধা বর্ষণ করে। ধীর-স্থিরভাবে প্রশান্ত কণ্ঠে নিজের চিন্তা ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করার এক অদ্ভুত শক্তি আছে তাঁর। ফিকহের মূলনীতি, গাণিতিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নিজের পরিকল্পনাগুলো বুঝিয়ে দিতেন। কখনো ইতিহাসের নজির টেনে তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করে তুলতেন। গাণিতিক যুক্তি ও উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করতে খুব পছন্দ করতেন। আল্লাহর বিশেষ রহমতে বেশ কিছু দুর্লভ গুণ ছিল তাঁর। টার্গেট নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অবাক করার মতো। তাঁর প্ল্যানগুলোকে আমি বলতাম, সহজসাধ্য অসম্ভব। একবার আমি বিলাদুল হারামাইনের অভ্যন্তরে একটি টার্গেটে হামলার প্রাথমিক পরিকল্পনা তাঁর সামনে পেশ করেছিলাম। এই হামলার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আত্মোৎসর্গী মুজাহিদ আমাদের প্রয়োজন ছিল। প্ল্যানটি দেখে তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! পর্যাপ্ত সংখ্যক আত্মোৎসর্গী মুজাহিদ আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্যবস্তুটি যে আক্রান্ত হতে পারে এই আশঙ্কা সরকারের আছে। তাই তারা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকবে। তাই এই ধরনের টার্গেটে হামলা করা হিকমাহ পরিপন্থী।' শাইখ দীর্ঘক্ষণ শ্বাস আটকে রাখতে পারতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ধৈর্যশীল সতর্ক ব্যক্তিরাই লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত।'

উন্নত চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন মেজাজের অধিকারী

শাইখ উসামা রহ. খুবই নির্লোভ ও পরিচ্ছন্ন মেজাজের লোক ছিলেন। একবার জনৈক সাক্ষাৎপ্রার্থী তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করতে আসেন। তিনি তানযিমের জন্য একটি বড় অনুদান দেন। তারপর কিছু অর্থ শাইখের হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, 'এগুলো আপনার জন্য!' শাইখ মৃদু

হেসে কোষাধ্যক্ষ হামজা আল-কাতারিকে বললেন, 'এগুলো নাও। অন্য সব মালের সাথে এগুলোও রেখে দাও।'

শাইখ বড়ই উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। বরং উন্নত চরিত্রের নামই ছিল উসামা। শুচিশুভ্র, মিষ্টভাষী, সদা হাস্যোজ্জ্বল এই মানুষটির সান্নিধ্য ছিল সবার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো। তাঁর সাহচর্যে গিয়ে কেউ কখনো তৃপ্ত হতো না। অত্যন্ত নম্রভাষী ছিলেন তিনি। বিশেষ করে যুবকদের সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল বেশ অমায়িক। তাদের সঙ্গে বসে প্রাণ খুলে কথা বলতেন, ভাববিনিময় করতেন। কখনো কখনো তাদের সঙ্গে খেলাধুলায় শরিক হতেন। বিশেষ করে ভলিবল খেলায় তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। ভলিবলে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সবাইকে-ছাড়িয়ে-যাওয়া শারীরিক উচ্চতা দিয়েছিলেন। তরুণদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার বন্ধন ছিল বড়ই মজবুত।

এক বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা এখনো আমার মনে পড়ে, যেখানে শাইখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। জনৈক তরুণ নাশিদ গাইতে গিয়ে শাইখকে নিয়েই গাইতে শুরু করে। প্রসিদ্ধ একটি নাশিদের কিছু পঙ্ক্তি ঈষৎ পরিবর্তন করে সে বলে, (نُرِيْدُ أُسَامَةَ بْنَ لَادِنْ وَلَيْسَ سِوَاهُ يَكْفِيْنَا) 'আমরা চাই আমাদের উসামা, অন্য কাউকে দিয়ে আমাদের চলবে না।' এই বাক্যগুলো শুনে শাইখ খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়েন। নাশিদ শেষ হলে তিনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে ব্যক্তির প্রশংসায় বাড়াবাড়ি নিয়ে কথা বলেন। অত্যন্ত কোমলভাবে দরদের সঙ্গে তিনি এই ধরনের প্রশংসা করতে নিষেধ করেন।

সংশোধন ও পরিশুদ্ধি-প্রিয় এক বিরল রাহবার

শাইখ উসামা নাসিহাহ খুব পছন্দ করতেন। সমালোচনাকে সব সময় স্বাগত জানাতেন; কখনো বিরক্ত হতেন না। পরিশুদ্ধির যেকোনো আহ্বানে তিনি সাড়া দিতেন। একদিন তাঁকে আমি বললাম, 'শাইখ, আমাদের তানযিমের লিখিত কোনো শরয়ি মানহাজ ও নীতিমালা কেন নেই?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমরা এটি প্রয়োজন মনে করি না। আমাদের বক্তৃতা, আলোচনা ও কিতাবাদি থেকে মানহাজ লোকেরা বুঝে নেবে।' আরেকবার তালিবান নেতৃবৃন্দের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম। তিনি পরিপূর্ণ উদারতার সঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশেষে ১৪২১ হিজরি সনের আরাফার দিন ঈদুল আযহার রাত আল-ফারুক ট্রেনিং ক্যাম্পে আল্লাহর ইচ্ছায় সেই মুহূর্তটি এল। আমরা তখন নাস্তার দস্তরখানে। একদল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেদিন বড় দুই শাইখ উহাইশি রহ. ও আনাসি রহ.ও ছিলেন। শাইখ সেদিন মানহাজ নিয়ে বেশ বিন্যস্ত ও বিস্তারিত আলোচনা করলেন, যা আমি গভীর মনোযোগে শুনেছি এবং স্মৃতির পাতায় সংরক্ষণ করেছি।

আল্লাহ তাআলা শাইখের শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করুন। তাঁর রেখে যাওয়া জিহাদের ঝান্ডা যেন আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারি, সত্যের পথ থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই, সর্বদা এই দোয়াই করে যাই।

[শাইখ আবু হুযাইফার 'খাওয়াতিরু সাজীন' গ্রন্থ থেকে চয়িত, অনূদিত ও পরিমার্জিত]

কীভাবে চুরি করবে প্রিয়তমের হৃদয়ে

মাইমুনা ফাইয়ায

প্রিয় বোন, এই চুরি হালাল। তোমার প্রিয়তমের হৃদয়-কাননে বিচরণ করার অধিকার কেবল তোমারই। কিন্তু সেখানে ঢুকবে কীভাবে? ফটকের চাবি কই? প্রতিটি মুমিন স্ত্রীর মনেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খায়।

প্রিয় বোন, প্রিয়তমের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খোলার অনেকগুলো চাবি আছে। আজ মূল্যবান কয়েকটি চাবি তুলে দেব তোমার হাতে—১. সুমিষ্ট বচন। ২. প্রিয়তমের সুরক্ষা। ৩. ইবাদাত ও যিকির। ৪. সুগন্ধি ও পোশাক। ৫. স্বামীর পরিচর্যা। এসো বোন, চাবিগুলোর ব্যবহার তোমাকে শিখিয়ে দিই।

সুমিষ্ট বচন

মুচকি হেসে তাকে তোমার ভুবনে স্বাগত জানাও আর প্রাণখোলা হাসির মাঝেই তাকে বিদায় দাও। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানতে চাও, তবে তার কাজকর্মে নাক গলানোর চেষ্টা করো না। সুমিষ্ট ভাষায় তার সঙ্গে খোশগল্পে মেতে ওঠো। তার অপছন্দনীয় কথা উচ্চারণ করো না। তার মন খুশি হয় এমন কথা শোনাও। কথায় তার প্রতি তোমার দুর্বলতার দিকটি ফুটিয়ে তোলো। তার প্রতি তোমার হৃদয়ে লালিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা তাকে বুঝতে দাও। সে ভুল করলে, বকাঝকা করো না। বুঝিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করো। তোমার কোনো অনুরোধ যদি সে না রাখে, তবে বিরোধিতা করো না। তার সঙ্গে বাজে ব্যবহার করো না। এতে তার মনে তোমার প্রতি ঘৃণা জন্ম নেবে। কখনো মতানৈক্য যেন ঝগড়া পর্যন্ত না গড়ায়। একটু সবর করো, কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিন পর মতবিরোধ এমনিতেই মিটে যাবে। শরিয়াহর সীমানার ভেতর থেকে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলো। তার রাগের সময় তুমি একটু নম্রতা অবলম্বন করো। পাথরের মতো শক্ত হয়ে থেকো না। এমন কোনো কাণ্ড করে বসো না, যা সংশোধনের বাইরে চলে যায়। প্রিয় নবির এই হাদিসটির কথা স্মরণ করো :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'নারীরা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযানের সওম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, (কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে তোমার ইচ্ছা হয় প্রবেশ করো।' (মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ১৬৬১)

প্রিয়তমের সুরক্ষা

তুমি তার গোপন বিষয়গুলোর সংরক্ষণকারী হও। খবরদার! ভেতরের কোনো কথা যেন ঘরের বাইরে না যায়। একবার যদি অবিশ্বাসের বীজ বপন করে ফেলো, তবে মনে রেখো এটি সংশোধন করার শক্তি তোমার নেই। বোন আমার, খুব সতর্ক থেকো! খুব সতর্ক থেকো।

তার কোনো দুর্বলতা ভুলেও যেন কাউকে না জানাও। কখনো ঝগড়ার সময় তার দুর্বল পয়েন্ট তুলে খোঁচা দিতে যেয়ো না। এতে তার চোখে তুমি এমন ঘৃণিত হবে, যার কোনো চিকিৎসা নেই। তুমি তার সম্মান, মর্যাদা, সম্পদ ও ঘরবাড়ির হেফাযত করবে। খবরদার! তার অনুপস্থিতির সময় কোনো অপরিচিত যেন তোমার ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে না পারে। কখনো ঘর থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়লে তার অনুমতি নাও। এতে তুমি নিরাপদ থাকবে। সন্তানাদি ও পরিবারের দেখাশোনা করো। কুরআনের এই আয়াতটি মনে রেখো :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

'নেককার নারীরা স্বামীদের অনুগত হয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন, তা (সতীত্ব, স্বামীদের সম্পত্তি ইত্যাদি) রক্ষা করে'। (সুরাহ আন-নিসা, আয়াত : ৩৪)

ইবাদাত ও যিকির

আল্লাহর যিকিরের কথা কখনো বিস্মৃত হয়ো না। টেলিভিশন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহারে আসক্ত হয়ে যেয়ো না। এগুলোর অপব্যবহার তোমার হৃদয়কে মেরে ফেলবে। ফরয ইবাদাতগুলোতে কখনো অবহেলা যেন না হয়। প্রিয়তমকে সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। তার সামনেই সালাত আদায় করো, যাতে সেও উদ্বুদ্ধ হয়। সব সময় আল্লাহর যিকিরে নিজেকে ব্যস্ত রাখো। আল্লাহর ইবাদাত ও স্বামীর আনুগত্যে কোনো ত্রুটি যেন না হয়।

সুগন্ধি ও পোশাক

সুন্দর মনকাড়া পোশাক পরে স্বামীর সামনে আবির্ভূত হও। মিষ্টি কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করো। পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সুন্দর অবয়ব দেখতে ভালোবাসে। স্বামীর পছন্দের রং কৌশলে জেনে নাও। তার প্রিয় রঙের পোশাকে নিজেকে মোহনীয় করে তোলো। ঘরের ভেতরে তার জন্য তুমি নিজের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করো। নিজেকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় করে রাখো। এটি তোমার প্রতি তার আগ্রহবোধ জাগিয়ে রাখবে। সব সময় সে তোমার সান্নিধ্য পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকবে।

স্বামীর পরিচর্যা

স্বামীর প্রয়োজনগুলোর কথা মনে রেখো। যথাসময়ে চাওয়ার আগেই হাজির করো। তার পছন্দ-অপছন্দের কথা বিস্মৃত হয়ো না। তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও লেবাস-পোশাকের পরিচ্ছন্নতার দিকেও তুমি খেয়াল রেখো। তার খাবারের দিকেও নজর রাখতে ভুলো না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তার পছন্দের খাবার রান্না করে খাওয়াও। অসুস্থ হলে মনঃপ্রাণ দিয়ে তার সেবা করো।

প্রিয় বোন, এই চাবিগুলোর সঠিক ব্যবহার যদি নিশ্চিত করতে পারো, দুনিয়াতেই তুমি দেখতে পাবে জান্নাতের নমুনা। দাম্পত্য জীবনের মধুর সুখ আনন্দে আনন্দে ভরে দেবে তোমার পুরো জীবন। এপারে ওপারের যত অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হয়ে আসবে তোমার সামনে। দোয়া করি, আল্লাহ সকল মুমিন বোনকে সুখময় দাম্পত্য জীবন দান করুন।

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

‘আল্লাহর পথে একটি সকাল বা বিকাল অতিবাহিত করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু হতে উত্তম।’

সহিহ আল-বুখারি, হাদিস : ২৭৯২; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৮৮০

আল বালাগ

দ্বীনের অভাব পূরণের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠুন

শাইখ তামিম আল-আদনানী حفظه الله

প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা!

আপনারাই ইসলামের ভবিষ্যৎ কান্ডারি। অনাগত দিনগুলোতে আপনারাই উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন। আপনাদের ইখলাস ও নিষ্ঠা, ত্যাগ ও কুরবানি, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করবে এদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ। তাই একজন আদর্শ তালিবে ইলম দ্বীনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। আগামী দিনগুলোতে এদেশের জমিনে মুসলমানদের কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে, তা নিয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করে। দ্বীনের চাহিদার দিকে তাকিয়ে সে নিজেকে গড়ে তোলে। দ্বীনের কোন কোন সেক্টরে মোটেও কাজ হচ্ছে না। কোন কোন বিভাগে কাজের ঘাটতি আছে, তা গভীরভাবে লক্ষ করে। ধীরে ধীরে সে নিজেকে দ্বীনের অভাব পূরণের যোগ্য করে গড়ে তোলে।

একজন আদর্শ তালিবে ইলম আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মনে-প্রাণে ভালোবাসে। ইসলাম ও মুসলমানদের ঘিরেই আবর্তিত হয় তার যত স্বপ্ন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাই তার জীবনের মৌলিক লক্ষ্য। দ্বীনে ইসলামকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদের ওপর বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন। একজন ওয়ারিশে নবি হিসেবে সে নিজের হিস্যার যিম্মাটুকু আদায় করার জন্য প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'সকল দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করার জন্যই তিনি পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসুলকে প্রেরণ করেছেন; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' (সুরাহ আস-সাফ, আয়াত : ৯)

প্রিয় ভাই!

এই ভূমিতে দ্বীনের প্রদীপ আজ নিভু নিভু। এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলাম নেই। মানবরচিত কুফুরি সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হয় এই রাষ্ট্র। ইসলামি হুদুদ, কিসাস, বিচারব্যবস্থা কিছুই নেই এদেশের আদালতগুলোতে। সমাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকেও ইসলাম নির্বাসিত। সুদ, ঘুষ, গুম, খুন, ধর্ষণ, জুলুম, রাহাজানিই এদেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। একটু লক্ষ করলেই আপনি বুঝতে পারবেন, এই সমাজ আবার জাহিলিয়্যাতের দিকে যাত্রা করেছে। ব্যক্তিজীবনে ইসলামের মুষ্টিমেয় কিছু বিধান পালন করা ছাড়া ইসলামের আর কিছুই নেই। ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই এদেশের মানুষের। সাধারণ আলেমরাও এই খণ্ডিত ইসলামের ধারণাই অন্তরে লালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান করো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের প্রতিফল পার্থিবজীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন।' (সুরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত : ৮৫)

প্রিয় তালিবে ইলম ভাইয়েরা!

এই ভূমিতে ইসলামের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। তাগুত সবদিক থেকেই আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে। আমাদের দ্বীনদারি আজ তাগুত নির্ধারিত সীমারেখায় বন্দি হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে

মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আমরাও তাগুতের সঙ্গে আপসকামিতা করতে গিয়ে ইসলামের বড় অংশ আমাদের জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছি। দ্বীনের যে অংশই আমাদের কাছে কুরবানি চেয়েছে, যে অংশই আমাদের কাছে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়েছে, সে অংশকেই আমরা ছেঁটে ফেলেছি। ঝুঁকিমুক্ত দ্বীনদারির স্বাদে বিভোর হয়ে আমরা দ্বীনের মৌলিক চাহিদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

আমাদের অধঃপতনের অন্যতম মৌলিক কারণ, বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদাহর বিস্মৃতি। ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল ভিত দাঁড়িয়ে থাকে বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদাহর ওপর। আজ এই আকিদাহর চর্চাই আমাদের শিক্ষাঙ্গন থেকে মোটামুটি নির্বাসিত। আকিদাহর পাঠ ও শিক্ষাকে কেমন যেন মুস্তাহাব পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ফিকহি ইখতিলাফ-চর্চাই এখন আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোর মৌলিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইকামাতে দ্বীনের বাস্তবসম্মত কোনো মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি আমাদের নেই। উল্লেখযোগ্য কোনো খণ্ডিত প্রচেষ্টাও নেই।

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহিদুল হাকিমিয়াহ, ওয়ালা-বারা, মিল্লাতে ইবরাহিমের মতো ইসলামের মৌলিক আকিদাহগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই আজ কোথাও দেওয়া হয় না। এদেশের মাটিতে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে কাজ শুরু করতে হবে ওই আকিদাহ থেকেই।

প্রিয় ভাই, আপনি বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদাহর একজন মজবুত ধারকবাহক হয়ে বেড়ে উঠুন। প্রচলিত ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে ইসলামি আকিদাহর কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে আপনি একজন দক্ষ দায়ি ও সংগঠক হয়ে গড়ে উঠুন। ইসলামের বিরুদ্ধে যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় একজন যোগ্য রাহবার হয়ে বেড়ে উঠুন। আপনি চোখ মেলে দেখুন, এই ভূমিতে ইসলাম এখন আপনার কাছ থেকে কোন ধরনের মেহনত দাবি করে। আপনি সেই হিসেবে প্রস্তুতি নিন। নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন। দ্বীনের এই চরম দুঃসময়ে ফুরুয়ি ইখতিলাফে মগ্ন হয়ে মুহাক্কিক সাজার চেয়ে ইসলামের মৌলিক-আকিদাহর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে এই জাহেলি সমাজব্যবস্থার মূলোৎপাটনে আপনার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। তাওহিদের ভিত্তির ওপর পুরো উম্মাহকে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। ফুরুয়ি ইখতিলাফ যেন কোনোভাবেই মুসলমানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করতে না পারে। খণ্ডিত ইসলাম চর্চার এই গোলকধাঁধা থেকে মুসলিম সমাজকে বের করে আনার চেষ্টা করুন। কেবল নামায, রোযা, হজ, যাকাতের ফযিলত ও আহকাম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কোনো সুযোগ নেই। ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন,

'বান্দার অন্তরে যখন দ্বীনের ফিক্‌হ ও বিশুদ্ধ উপলব্ধি দানা বাঁধে, সে তার অবশ্যপালনীয় আমলগুলো গভীরভাবে অনুভব করতে পারে এবং ফরয আদায়ে যে ঘাটতিগুলো হচ্ছে, তা পূরণে সে তৎপর হয়ে ওঠে। কেবল বাহ্যিকভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিত্যাগের নাম দ্বীন নয়; বরং নিষিদ্ধ কর্মসমূহ বর্জনের পাশাপাশি আল্লাহর নির্দেশিত আমলগুলোর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করা জরুরি। অধিকাংশ আলেম কেবল ওই সব আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, যেগুলোতে সাধারণ মুসলমানরা অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায়।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার এবং আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ ও দ্বীনের প্রতি কল্যাণকামিতা—এই ফরযগুলোর চিন্তা তাদের অন্তরে উঁকিও দেয় না, আদায় করা তো বহুত দূরের কথা। যেসব আলেম এই ফরযগুলো আদায় করে না, তারা দ্বীনের বিচারে অনেক নিচু স্তরের এবং আল্লাহর কাছে অত্যধিক ঘৃণিত; যদিও তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের দুনিয়াবিমুখ হয়। কবিরা গুনাহে লিপ্ত জঘন্য পাপীরাও এসব আলেম থেকে অনেক উত্তম। আপনি আলেমদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব খুব কমই দেখবেন, আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে যাদের চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়, ক্রোধের আতিশয্যে যাদের দু'চোখ মুহূর্তেই জ্বলে ওঠে, দ্বীনের নুসরত ও সাহায্যে যারা বিলিয়ে দেন নিজের সম্মান ও মর্যাদা।' (উদ্দাতুস সাবিরিন)

প্রিয় ভাই, যদি সত্যিকারের মুমিন হতে চান, নিজের ক্যারিয়ার নয়, দ্বীনের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবুন। দ্বীনচর্চা করে খ্যাতিমান হওয়ার লালসা পরিত্যাগ করুন। মনে রাখবেন, যতদিন দ্বীন সম্মানিত হয়নি, ততদিন কোনো দ্বীনদার সম্মানিত হতে পারে না। যতদিন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কোনো মুসলমান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আপনি যদি দ্বীনের বিশুদ্ধ আকিদাহ নিয়ে কথা বলেন, আপনি যদি সেই পরিপূর্ণ দ্বীনের প্রচার করেন, যেটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তাগুত ও তাগুতের দোসররা আপনার পিছু লাগবে। আপনার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। সুতরাং দ্বীনের জন্য কুরবানি দিতে আপনাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। হ্যাঁ! আপনি যদি তাগুতের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে দ্বীন চর্চা করেন, তবেই আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। মনে রাখবেন, একজন মুমিন দুনিয়ার ক্যারিয়ার নয়, আখিরাতের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন। অন্তরে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন। আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল রাখুন। (আমীন)

দুনিয়া ও আখিরাতের চমৎকার উপমা

ভাষান্তর : আহমাদ সালমান

জনৈক বাদশাহ চমৎকার একটি জায়গায় মনোরম একটি শহর নির্মাণ করলেন। এতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করলেন। পরিকল্পিতভাবে খাল খনন করলেন। নানান জাতের বৃক্ষ রোপণ করে শহরকে সবুজ-শ্যামল ও সুশোভিত করে তুললেন। এখানে সেখানে গড়ে তুললেন অসংখ্য মনোরম উদ্যান। তারপর প্রজাদের বললেন, তোমরা সবাই নতুন শহরে প্রবেশ করো। বাড়ি যে যেটা দখল করবে, সেটা তার হয়ে যাবে। সুতরাং নিজেদের জন্য যে যত উত্তম বাড়ি পারো বেছে নাও। কেউ যেতে দেরি করলে সে বাড়ি থেকে বঞ্চিত হবে। অন্যরা তার বাড়ি নিয়ে নেবে। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শহরে যাওয়ার পথে তিনি বহু মাইল দীর্ঘ এক দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান বানালেন, যার মাঝখানে আছে বিরাট এক বৃক্ষ। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এর ছায়া। নিচে সযত্নে গড়া জলাধারে সুমিষ্ট পানি টলমল করে। গাছে বিচিত্র সব সুস্বাদু ফল দোল খায়। ডালে ডালে নাম না-জানা অদ্ভুত সব পাখি সুমধুর সুরে গান ধরে।

বাদশাহ তাদের বললেন, যাওয়ার পথে ওই ছায়াদার বৃক্ষ দেখে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। খুব দ্রুতই এটি সমূলে উৎপাটিত হবে, এর ছায়া হারিয়ে যাবে, ফলগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং পাখিগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যাবে। কিন্তু নবনির্মিত যে শহর—তার উদ্যানগুলো চিরসবুজ, এর সুস্বাদু ফল কখনো নিঃশেষ হয় না। ছায়া বিস্তার করা বৃক্ষগুলো কখনো হেলে পড়ে না। এর সুখ-সম্ভার চিরস্থায়ী। সেখানে এত উৎকৃষ্ট নেয়ামত ছড়িয়ে আছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, এমনকি কোনো মানব-হৃদয় কল্পনাও করেনি।

সব শুনে প্রজারা সে শহরের উদ্দেশে দ্রুত রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিল। নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহ প্রজাদের যাত্রা করার হুকুম দিলেন। সবাই আপন আপন গতিতে ছুটল। অনেক দূরের পথ। চলতে চলতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবুও তারা যাত্রা অব্যাহত রাখল। একসময় তারা সেই বৃক্ষটির কাছে এসে পৌঁছাল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে তারা তখন বিপর্যস্ত। সবাই সেই বৃক্ষের নিচে গিয়ে থামল। বিস্তৃত ছায়ায় তারা আরাম করে বসল। গাছ থেকে সুস্বাদু ফল পেড়ে খেল। পাখিদের গান তাদের মুগ্ধ করল। তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে থেমেছিলে। তোমাদের ঘোড়াগুলোকে একটু জিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছিলে, যাতে তারা ভালো দৌড়াতে পারে। সুতরাং পুনরায় যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হও এবং সতর্ক হয়ে যাও। যখন সাইরেন শুনবে, তখন তোমরা দ্বিতীয় দফা যাত্রা শুরু করবে।

অধিকাংশ লোক বলল, এই আরামদায়ক ছায়া, সুমিষ্ট পানি, সুস্বাদু পাকা ফল—এত সুখ এত শান্তি কীভাবে আমরা ছেড়ে যাব? কেন আমরা এই গরমে ধূলাকীর্ণ ময়দানে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে পানিবিহীন প্রান্তরে দীর্ঘ সফরে বের হব? আমরা বিদ্যমান এই সুখ-সম্ভার ছেড়ে ভবিষ্যতের বকেয়া নেয়ামতের খোঁজে কেন ঘোড়া হাঁকাব? দৃশ্যমান সুখ ছেড়ে কেন অদৃশ্য শান্তির পথে পা বাড়াব? নগদ একটি পয়সা, বকেয়া লক্ষ টাকা অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং হাতের নাগালে যা পেয়েছ আঁকড়ে ধরো, আগামীকালের গুজবে কান দিয়ো না। আমরা বর্তমানের সন্তান, বর্তমানেই আমাদের বাস। দেখো, এই বৃক্ষ-ফল-পানি আমাদের জন্য সাক্ষাৎ নেয়ামত—অনাগত কালের কোন অজানা সুখের খোঁজে আমরা দূর শহরের পথ পাড়ি দেব? অথচ আমাদের এটাও জানা নেই, কখন গিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছাব।

প্রতি হাজারে মাত্র একজন করে সফরের জন্য প্রস্তুত হলো। তারা বলল, আল্লাহর কসম, এই বিলীয়মান ছায়া, এই পতনোন্মুখ বৃক্ষ, তার ফল ও মরণশীল পাখিতে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। ক্ষণিকের এই সুখের জন্য আমরা আমাদের স্থায়ী গন্তব্যের যাত্রা থামাতে পারি না। আমরা এমন সুখের সন্ধানে বেরিয়েছি, যা কখনো নিঃশেষ হয় না; এমন নেয়ামতের সন্ধানে বেরিয়েছি, যা কখনো ফুরোয় না। মুসাফিরের জন্য কি শোভা পায় যে, সফরের ক্লান্তির ভয়ে কিংবা

শীত ও গরম থেকে বাঁচতে পথের কোনো বৃক্ষের নিচে সে আরাম করে শুয়ে পড়বে আর সেখানে তাঁবু গেঁড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করবে? 'আহাম্মকের বাদশাহ' ছাড়া এমন কাজ আর কে করতে পারে? সুতরাং, চলো, যাত্রা শুরু করো, ঘোড়া হাঁকাও...! মনযিল ডাকছে তোমায়...

সুতরাং তারা দ্বিতীয় দফা যাত্রা শুরু করল। সফরসঙ্গী কম দেখে তারা ভীত হয়নি। দৃঢ় প্রত্যয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলল তারা। এই সফরের কারণে তাদের অনেক গালমন্দ শুনতে হলো। ওদিকে বৃক্ষছায়ায় যারা আরাম করছিল, তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

ওই বৃক্ষের শাখাগুলো একসময় শুকিয়ে যেতে শুরু করল। ঝরে ঝরে পড়তে লাগল বিবর্ণ পাতাগুলো। ফলগুলো নিঃশেষ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নির্জীব হয়ে আসতে লাগল গাছের শিকড়গুলোও। জলাধারের সুমিষ্ট পানি ক্রমশ শুকিয়ে এল। একদিন বাদশাহর হুকুমে বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হলো। তীব্র রোদের ঝলকানি তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। হারানো সুখের জন্য তারা আফসোস করতে লাগল। তারপর বৃক্ষটির ডালপালায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। বৃক্ষের নিচে অবস্থানরত সবাইকে আগুন এসে ঘিরে ধরল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জায়গাটি একটি অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। তারা কেউ সেখান থেকে বের হতে পারল না। তারা বলল, ওদের কী হলো, যারা আমাদের সঙ্গে এই বৃক্ষের নিচে অল্পক্ষণ অবস্থান করে চলে গিয়েছিল? তাদেরকে বলা হলো, ওপরে তাকাও, তাদের প্রাসাদ ও অট্টালিকাগুলো তোমরা দেখতে পাবে। তারা দেখল, বহুদূরে বাদশাহর শহরের উঁচু উঁচু অট্টালিকায় তারা বাস করছে। বিচিত্র সুখ-সম্ভারে ঘেরা ওদের সুন্দর জীবন দেখে তাদের আফসোস আরও বেড়ে গেল। তারা বলল, আফসোস! আমরা কেন তাদের সঙ্গে গেলাম না। তাদেরকে বলা হলো, পেছনে পড়ে থাকার এই হলো শাস্তি :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

আমি তাদের প্রতি কোনো জুলুম করিনি। কিন্তু তারাই জুলুম করত নিজেদের প্রতি।' (সুরাহ আন-নাহল, আয়াত : ১১৮)

[ইমাম ইবনুল কায়্যিমের 'উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া যাখিরাতুশ শাকিরিন' গ্রন্থ থেকে চয়িত ও অনূদিত]

قادمون يا هند
O HIND, WE ARE COMING
الحكمة
AL HIKMAH MEDIA